জাতীয় সঙ্গীত

"মোগল অদৃষ্ট" ও "হুমায়ুন" প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটক প্রণেতা

শ্রীঅক্ষয় কুমার রায়
প্রণীত

২য় সংস্করণ

কলিকাতা
ষ্ট্যাণ্ডার্ড বুক সোসাইটী
৬৯নং হ্যারিসন রোড।

প্রকাশক
শ্রীঅক্ষয় কুমার রায়
ষ্ট্যাণ্ডার্ড বুক সোসাইটী
৬৯নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

১৩৪৫ সাল

মূল্য এক টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীফণিভূষণ রায়
প্রবর্ত্তক প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৫২-৩, বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

উৎসর্গ

এই বইখানি

স্বর্গীয়া

মাতৃদেবীর

পাদপদ্মে

ভক্তি ভরে

উৎসর্গীকৃত

হইল

নিবেদন।

এই কয়টী জাতীয় সঙ্গীত পুস্তকাকারে মুদ্রিত করে সাহিত্য জগতে রচয়িতা বা গ্রন্থকার বলে পরিচিত হবার ইচ্ছা হৃদয়ে কখনও জাগেনি। নিভৃত চিন্তা নিভৃতের আঁধারেই বিলীন হত। এইরূপ আরও কত নিভৃত চিন্তা যে ভাবে সাহিত্য জগতের অন্তরালে আজও লুকিয়ে আছে ও প্রকাশিত হবার স্পর্দ্ধা করে না এরাও তাই থাকৃতো। এই সঙ্গীত কয়টী বন্ধুবর্গের মধ্যে যাঁরা পূর্ব্বে শুনেছেন তাঁরা সকলেই পুস্তকাকারে উহা প্রকাশের জন্য বিশেষ অনুরোধ ও উৎসাহিত করেছেন। কিন্তু তাঁদের সে অনুরোধ তখন রক্ষিত হয়নি। তার কারণ, সাহিত্যিকের কর্ত্তব্য বিরাট দায়িত্ব পূর্ণ। বাস্তবিক, সাহিত্যই জাতির প্রাণ, জাতীয় জীবন গঠনের মূল ভিত্তি। যদি তার ধারা উচ্চ আদর্শের না হয়, তাহলে সে সাহিত্য জাতীর জীবন গঠনে মঙ্গল অপেক্ষা অধিক অমঙ্গলকর হয়। এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে ভাবও চিন্তা সাহিত্যজগতের অন্তরালে রেখেছি। কিন্তু মানুষ নিজ ইচ্ছানুযায়ী অতি অল্প কাযই এজগতে করৃতে পারে। অনন্ত শক্তিময়ী জগন্মাতার ইচ্ছাশক্তি আমাদের ক্ষুদ্র আমিত্বের গর্ব্ব ভেঙ্গে দিয়ে এ সত্য সর্ব্বদাই আমাদিগকে উপলব্ধি করাচ্ছে। তাই বন্ধুবর্গের পূর্ব্বের যে অনুরোধ এতদিন রক্ষিত হয়নি, আজ তা কাযে পরিণত হলো। সম্প্রতি জনৈক দেশসেবক ও সাহিত্যিক বন্ধু এই গানগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করার জন্য আমাকে বিশেষ অনুরোধ করেন এবং জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনের সময় এইরূপ জাতীয় সঙ্গীত মুদ্রিত হলে অর্ঘ্যরূপে মাতৃ-

চরণে স্থান পাবে এই যুক্তি দেন। তাঁর এ অনুরোধ আমি উপেক্ষা কর্‌তে পারিনি। এ জন্য তাঁর নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

বাস্তবিকই যদি জননী জন্মভূমির এ মহাপূজায় এই গানগুলি মাতৃচরণে অর্ঘ্যস্বরূপে স্থান পায়, তাহলে শ্রম সার্থক মনে কর্‌বো।

৬নং স্থবল চন্দ্র লেন,
কলিকাতা।
২৪শে ডিসেম্বর, ১৯২৮

অক্ষয় কুমার রায়

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

দশ বছর আগে কলিকাতায় যখন জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হয় তখন এই বইয়ের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তখন তাতে ছিল ১৬টী জাতীয় গান। ঐ গানগুলি তখন ইংরাজী ও বাংলা সংবাদপত্রে অতি উচ্চভাবে প্রশংশিত হয় এবং পাঠকের নিকটও অভাবনীয় আদর পায়। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়। গান-গুলি সংবাদপত্র ও পাঠকের নিকট যে এত অধিক প্রসংশা ও আদর পাবে তা পূর্ব্বে কখনও ধারণা করতে পারিনি। দ্বিতীয় সংস্করণের আবশ্যকতা তখনই অনুভব করি। কিন্তু সময়ের অভাবে এতদিন তা হয়নি।

সেই ১৬টী গান ও পরে রচিত অপর ৪৪টী এই মোট ৬০টী জাতীয় সঙ্গীত সন্নিবেশিত হ'য়ে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল।

জন্মভূমি, স্বদেশ, জাতীয়তা, জাতীয় ভাবধারা ও কৃষ্টি, ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশ নিয়েই গানগুলি রচিত। প্রত্যেকটী গান ভিন্ন ভাবের। বিশ্ব সাহিত্যে একজনের রচিত ভিন্ন ভাবের ৬০টী জাতীয় সঙ্গীত কোন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হ'য়েছে কিনা তা জানা নেই।

জনসমষ্টি জাতির প্রাণে জাতীয়তার স্পন্দনই কোন জাতিকে বিশ্বের জাতি সমাজে তার মর্য্যাদা লাঘব হ'তে দেয় না। আভ্যন্তরীন বা বাহিরের প্রবল প্রভাব এসে যখন সে স্পন্দন বা জাতীয় ভাবধারার উপলব্ধির পথে অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়, তখনই আসে সে জাতির দুর্দ্দিন। সে জাতি হয় তখন আত্মবিস্মৃত। তার অতীতের প্রতিষ্ঠা ও গৌরব

জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যায় সে ভুলে। অপরের কৃষ্টি ও জাতীয় ভাবধারার নিকট সহজেই হয় সে তখন নতশির। জাতির সে ঘোর দুর্দ্দিনে জাতীয় সাহিত্যই হ'য়ে থাকে তার অগ্রগতির পথ প্রদর্শক। সেই জাতির মুক্তি তখন অনেক অংশেই নির্ভর ক'রে তার সাহিত্যের জাতীয় ধারা ও অগ্রগতির উপর। শুধু অগ্রগামী জাতীয় সাহিত্যই যে জাতির প্রাণে জাতীয়তা সঞ্জীবিত করতে পারে এ অবিসম্বাদী সত্য। কিন্তু কোন জাতির সাহিত্য হয় যখন সেই মহান্ আদর্শ ভ্রষ্ট এবং জাতীয় ভাব ও ধারার দিকে মনোযোগ না দিয়ে মানবীয় মনোবৃত্তির শুধু অপর সমুদয় ভাবগুলি নিয়েই নিয়ত ক'রে নাড়াচাড়া ও জাতিকে পরিবেশন তখন সেই জাতির লক্ষ্য, আশা ও ভরসা যায় অনেকটা দূরে পিছিয়ে।

সঙ্গীতও কাব্য এবং সাহিত্যের একটা প্রধান অঙ্গ, যদি তা কাব্যের নিয়ম ও ধারা মেনে হয় রচনা। সেও শ্রেষ্ঠতম কাব্য হ'য়ে দাঁড়ায় যখন তার ভাব ও ভাষা হয় আদর্শ ও জাতির প্রগতিপন্থী। বিশ্ব সাহিত্যে তার প্রমাণের অভাব নেই।

বিশ্বের জাতি মাঝে আজ যদি কোথায়ও জাতীয় সঙ্গীতের অধিকতর প্রয়োজন হ'য়ে থাকে তবে তা যে এই ভারতভূমে তা নিশ্চয় ক'রে বলা চ'লে। ব্যক্তিগত বা জাতীয় জীবনে আত্মবিস্মৃতিই জাতীয়তার পূর্ণ বিকাশের অন্তরায়। জাতীয় ইতিহাস পাঠে জাতির হৃদয়ে পূর্ব্ব গৌরব ও প্রতিষ্ঠা জেগে উঠে তা অনেকটা দূর ক'রে। মুক্তিকামী জাতি হয় তখন পূর্ব্ব গৌরব ও প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুল। জাতীয় অগ্রগতির সাহিত্য ছাড়া শুধু প্রেম, সামাজিক ও ধর্ম্মমূলক সাহিত্য তখন আর পারে না তাকে আনন্দ দিতে। সঙ্গীতে যতদূর সম্ভব সে আদর্শ অক্ষুন্ন রাখ্তে চেষ্টা ক'রেছি।

বিশেষ অবস্থা ব্যতীত জাতীয় সঙ্গীতের আদর্শ ও ধারা বিশ্বের সব জাতিরই প্রায় এক। অধিকাংশ গানগুলি সেই জন্য সব জাতিরই উপযোগী ক'রে রচনা ক'রেছি। অবশিষ্ট গানগুলি প্রায় ভারতবর্ষ ও বাংলা দেশ নিয়েই রচিত।

জন্মভূমির বাহ্য দৃশ্যমান প্রাকৃতিক জড় সৌন্দর্য্যই যে তার পূর্ণ স্বরূপ নয় এবং তার সেই জড় অবয়বের অভ্যন্তরে প্রাণময় একটা যে বৃহত্তর স্বরূপ আছে তাকে দেশমাতা আখ্যা দিয়ে কয়েকটী গান রচনা ক'রেছি। তার সেই বৃহত্তর স্বরূপ জাতি, সম্প্রদায়, শ্রেণী ও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সমগ্র জাতির। তা যা'তে কোন ধর্ম্ম বিশেষ বা সাম্প্রদায়িক ভাবে প্রভাবান্বিত না হয় সে দিকে দৃষ্টি রেখেছি।

আমার প্রণীত "মোগল অদৃষ্ট" ও "হুমায়ুন" এই দুই ঐতিহাসিক নাটক হ'তে কয়েকটি জাতীয় সঙ্গীত এই পুস্তকে উদ্ধৃত করেছি। সুর সংযোজিত হ'য়েই গানগুলি রচিত হ'য়েছে। অধিকাংশ গান রচনা কালে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র তনয়া শ্রীমতী তৃপ্তি রায় সুর সংযোগ ক'রেছে। গানগুলির ভাষা ও রচনা প্রণালী যে সুরের অন্তরায় হবে না তা সে জন্য বলা চলে। তবে বিশেষজ্ঞের কাছে তারা যে অধিক প্রাণবন্ত হবে তারও সন্দেহ নেই।

জাতির কল্যাণে গানগুলি যদি কিছু মাত্রও সাহায্য করে তবেই শ্রম সার্থক মনে করবো।

৬৫ বি, লিন্টন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
২রা আশ্বিন, ১৩৪৫

শ্রীঅক্ষয় কুমার রায়

"জাতীয় সঙ্গীত", ১ম সংস্করণের ইংরাজী ও বাংলা সংবাদ পত্রের অভিমত ঃ—

"**Jatiya Sangit**" or **Book of National Songs**",—written in Bengali by Babu Akshoy Kumar Roy, Standard Law Book Society, Calcutta," We have gone through this Booklet, which is a record of the past glories of India and Bengal in sixteen inspiring national songs written in a high grandeur of poetic style. The glorious past of the Bengalis, in which they figured as independent Emperors, matchless warriors, great colonisers, propagators of religious faith, social reformers and great patriots from far-off Epic age down to the days of Deshabandhu has beeen recorded in those nice verses. "In memory of Deshabadhu," "Hail Motherland," "Namami Bangajanani", "Pranamami Bangajanani", are among its finest contributions."—"**Forward**", **20-1-29.**

"**Jatiya Sangit**"—"Grievance has often been made that the present Nationalist movement in India has not received the attention of the poets as it deserves. "Jatiya Sangit" or a "Book of national songs" in Bengali by Babu Akshoy Kumar Roy certainly goes a great way to meet this complaint. Throughout the sixteen songs the brochure contains a fervour of patriotism which is bound to mak a profound impression upon the readers. "In memory of Deshabandhu" and other songs bearing

on the past glories of India are written with a sonorous puissance of style that cannot fail to awaken national consciousness into the minds of men. In short, it is an inspiring publication, which should be read by all. The get-up of the book is beautiful".—**"Bengalee"**, dated 28-12-28.

"Jatiya Sangit"—"We have received a copy of "Jatiya Sangit" or "Book of National Songs" in Bengali from the able pen of Babu Akshoy Kumar Roy, author of "Mogul Adrishta" and late of "The Indian Daily News." It is an inspiring publication, containing sixteen national songs, all written in a masterly poetic touch and in which there prevails from start to finish the same fervour of patriotism without a single stop. The get-up of the book is nice".—**"Basumati"** (Eng) 6-1-29.

"জাতীয় সঙ্গীত"—শ্রীঅক্ষয়কুমার রায় প্রণীত। "ইহাতে স্বদেশ প্রেম মূলক ১৬টী সঙ্গীত আছে। গানগুলি পড়িয়া আমাদের ভালই লাগিল। বিশেষভাবে তরুণদের মনে দেশ-প্রেম জাগ্রত করিবার পক্ষে ইহাতে সহায়তা করিবে। লেখকের কবিত্বশক্তিও প্রশংসনীয়। কংগ্রেস সপ্তাহে এইরূপ বহির প্রচার বাঞ্ছনীয়"।—"আনন্দবাজার পত্রিকা," ১লা জানুয়ারী, ১৯২৯ সাল।

·:০:·

জাতীয় সঙ্গীত

(১)

নমামি ভারত মাতরম্,
ত্বংহি জননী ভূতলে স্বর্গং,
নাস্তি ধরাতলে দেশ-মেবং দ্বিতীয়ং ॥
নমামি ভারত মাতরম্ ॥
বালার্কোদ্ভাসিত-গগন চুম্বি ললাটং,
তুষারমণ্ডিত—সমুচ্চং গৌরীশৃঙ্গং
শোভিত শিরস্তব শুভ্র কিরীটং
ত্বং হি মাতঃ ভূতলে স্বর্গং ॥
বিধৌতং তব পার্শ্ব-পাদমূলম,
প্রবাহিত-যুগ-যুগ তরঙ্গায়িত সাগরং ॥
রবি-চন্দ্র-ষড়ৃতুভিঃ সম সমাবেশং,
নাস্তি কুত্র দেশমেবং ॥
নমামি ভারত মাতরম্ ॥
ষট্‌ত্রিংশৎকোটী নরকলকণ্ঠোচ্ছাসিতং,
জাতি নির্ব্বিশেষেন মধুর মাতৃ সম্বোধনং,
ষট্‌ত্রিংশৎকোটী হৃত্তন্ত্রভেদি উত্থানমন্ত্রং,
সঞ্চারিতোং ভবতি তব রপ্রতিহতং শৌর্য্যম্ ॥
নমামি ভারত মাতরম্ ॥

বিভাতি অঙ্গনেতব নবীনারুণ, নবজাগরণং,
প্রতিষ্ঠিতং গরিমা!পূর্ব্বশ্চ, পূর্ব্বাসনং,
শৌর্য্যে, জ্ঞানে, মুখরিত-চরাচরং,
লভতে পুনঃভবনে তব দীক্ষাং,
বিশ্ববাসি-জন-গণ-মুক্তি কারণং ॥
নমামি ভারত মাতরম্ ॥

১২-৪-৩৭

(২)

১

নমস্তে ভারত জননী !
আদি ধরিত্রী রাণী,
ভূতলে বরেণ্যি,
বিশ্বজনমন বিমোহিনী,
নমস্তে ভারত জননী !

২

ছত্রিংশকোটী নর এভবে,
মা বলে তোরে গরব করে,
ছত্রিংশকোটী নর নতশিরে,
সম্মিলিত আজ সবে,
তোর দুঃখ নাশিতে,
নমস্তে ভারত জননী !

৩

ছত্রিংশকোটী সুত তোর ভবে,
দ্বিসপ্ততি কোটী করযোড়ে,
মা বলে যদি তারা ডাকে এক হ'য়ে,
কি আছে এ ভবে না কর্‌তে পারে ?
নমস্তে ভারত জননী !

৪

অর্দ্ধলক্ষ শতাব্দী, তারও আগে,
দিলি তুই জ্ঞান-জ্যোতি ভূতলে নরে,
সসাগরা ধরা আলোড়িত ক'রে,
উড়িল বিজয় নিশান প্রাচ্যে, প্রতীচ্যে,
নমস্তে ভারত জননী !

৫

বিকশিত ক'রে আঁখি,
দেখ্‌ তুই একবার চাহি,
তোরই সে পূর্ব্ব গরিমা স্মরি,
আজও আছে সেই হিমাদ্রি,
উচ্চ ক'রে শির অভ্রভেদী,
নমস্তে ভারত জননী !

৬

সিন্ধু হ'তে কুমারিকা,
কচ্ছ, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, উড়িষ্যা,

দিয়েছে আজ সবাই সাড়া,
তোর ঐ চরণে কর্‌তে পূজা,
নমস্তে ভারত জননী !

১০-২-৩৫

(৩)

১

নমস্তে জনমভূমি !
কোথাকার কে বা আমি।
(কভু) পরিচিত না ছিলে তুমি ॥
এসেছিলেম এমরতে আমি।
যবে জননী জঠরে জনমি ॥
আদরে প্রসারিলে তুমি।
স্নেহভরা তোমার ঐ ক্রোড় খানি ॥
হ'য়ে ভূমিষ্ঠ তোমার ঐ কোল লভি
পেলুম ধরায় আশ্রয় আমি ॥
নমস্তে জনমভূমি !

২

সেইদিন হ'তে আজ।
বিতরিছ যে স্নেহ অগাধ ॥
নেই আজীবন কভু শেষ তার ॥

সুখে, দুঃখে কে আর।
এমন ঢালে স্নেহ অনিবার ॥
তোমা সম দয়াময়ী আছে কেবা আর ?
মরণেও দাও তুমি চরণে আশ্রয় সবার ॥
কে পারে শোধিতে ভবে সে ঋণ তোমার ?
নমস্তে জনমভূমি !

পিতা, মাতা, পরিজন।
চায় প্রতিদান অনুক্ষণ ॥
নেয়া, দেয়া এ রীতির নেই কোথা ব্যতিক্রম ॥
তোমার ঐ ভালবাসা।
কভু রাখেনা স্বার্থ আশা ॥
আশ্রিতে নিস্বার্থ এমন আছে কে মহীতে ?
ক্ষুধা, তৃষ্ণা নিবারিতে কার সাধ্য এ ভবে ?
ছোট, বড় পারে এমন পালিতে কে স্নেহে ?
নমস্তে জনমভূমি।

৪

তোমার ঐ নীলাকাশে।
নিত্যি রবি আসে হেসে ॥
বিতরে কিরণ সবে ভেদাভেদ ভুলে ॥

তোমার ঐ নদ, নদী, তৃণ, বারি, ফল, ফুলে।
আহারে, বিহারে, মোরে রেখেছে বাঁচায়ে ॥
শৈশবের সে ক্ষীণ দেহ, আজ বর্দ্ধিত তোমার স্নেহে ॥
ধমনীতে বয় শোণিত সে তোমারই শস্যে ॥
তোমারই বায়ু সেবি আছি আমি বেঁচে ॥
নমস্তে জনমভূমি !

৫

তোমার এই পুণ্যভূমে।
আছে বিজড়িত প্রতি ধূলিকণে ॥
পূর্ব্ব পুরুষের কীর্ত্তি যত ঘুমে বিভোর হ'য়ে ॥
তব মাটী পরশিলে।
সে স্মৃতি উঠে উথলে ॥
প্রতি ধূলিকণা তোমার তীর্থ মোর কাছে ॥
নমস্তে জনমভূমি ॥

৬

ভাবি তাই নিশিদিন।
কেমনে শোধিব এ ঋণ ॥
ক্ষুদ্র আমি নেই শক্তি অসীম ॥
(তবু) সাধিতে তব কায
হয় যেন এ দেহ পাত ॥
ধন্য আমি হব ধরা মাঝে ॥

সেবায় তোমার যদি আসে।
এ দেহের মোর গতি হবে॥
মোক্ষ আমি লভিব সুরলোকে॥
নমস্তে জনমভূমি!

৩-১২-২৮

(৪)

আমার এমন সাধের জন্মভূমি, পাবে কোথায় বল তুমি?
সেথা ফোটে ফুল হাওয়ার কোলে, চাঁদের সনে হেসে খেলে,
মিশে যায় তারার দলে রেখে সুবাসখানি॥
ধরা মাঝে খুঁজে সারা যতই হও না তুমি,
তার সমান পুণ্য তুমি পাবে নাকো তুমি,
পাবে নাকো তুমি॥

২

এমন নিত্যি রবি রাঙ্গা ছবি কোথায় আঁকে গগন পটে,
মেঘের'পরে থরে থরে ধূম্র পাহাড় রাজে,
এমন হ্রদ, সরোবর, নদী, পাহাড় আছে কোন দেশে?
ধরামাঝে খুঁজে সারা যতই হওনা তুমি,
ইত্যাদি

৩

কোথায় এমন গহন বনে মলয় খেলে ফুলের সনে,
মেঘের কোলে আড়াল হ'য়ে চাতক তান ঢালে,
ঢেউয়ের উপর নেচে নেচে তরি যায় চলে,
ধরা মাঝে খুঁজে সারা যতই হওনা তুমি,
ইত্যাদি

৪

সাঁজ গগনে চাঁদের পানে মৃদু মধুর হেসে,
এমন নীল আকাশে উজল তারা শোভে কোন দেশে,
এমন নিত্যি কোথা চাঁদের সুধা পিয়ে চকোরে,
ধরা মাঝে খুঁজে সারা যতই হওনা তুমি,
ইত্যাদি

৫

গোলায় গোলায় শস্যভরা, পাকা ধানে ক্ষেতজোড়া,
কোথায় এমন কাস্তে হাতে মাঠে কৃষক গাহে,
রৌদ্র, জল সমান তাদের নাইকো বিরাম কাজে,
ধরা মাঝে খুঁজে সারা যতই হওনা তুমি,
ইত্যাদি

৬

পুঞ্জে পুঞ্জে কুঞ্জে বসি কোথায় এমন গায় পাখী,
গুঞ্জরিয়া ফেরে অলি ফুলের প্রেমে মাতি,

তারা ফুলের মধু লুটে নে'যায় ফুলের পরাগ মাখি,
ধরা মাঝে খুঁজে সারা যতই হওনা তুমি,
ইত্যাদি

৭

সেথা বিরোধ নেই জেতে জেতে, আছে সবে মিলে মিশে,
মায়ের পেটের ভায়ের মত পর নাহি ভেবে,
তারা এক হাওয়ায় এক জলে আছে সবে বেঁচে,
ধরা মাঝে খুঁজে সারা যতই হওনা তুমি,
ইত্যাদি।

"মোগল অদৃষ্ট"

(৫)

১

নমামি বঙ্গ জননী !
শিরে শোভিত বিশাল হিমাচল।
তুষার মণ্ডিত, অভ্র ভেদী উচল ॥
ধন, ধান্য দায়িনী, ভূতলে স্বরগভূমি ॥
তুমি প্রকৃতি রাণী !
নমামি বঙ্গ জননী !

২

অবতরি হিমাচল, কল, কল উচ্ছল।
বহিছে জাহ্নবী সলীল স্বচ্ছল॥
বিধৌত করি তব চরণ শ্যামল॥
তুমি প্রকৃতি রাণী!
নমামি বঙ্গ জননী!

৩

ধৌত করি তব পুণ্যতট।
বহিছে শত, শত নদী, নদ॥
সিঞ্চিত করি তব শস্য শ্যামল॥
তুমি প্রকৃতি রাণী!
নমামি বঙ্গ জননী!

৪

ফল, ফুল পত্রে তরুরাজি শোভিত।
শ্যাম দুর্ব্বাদলে পথ, ঘাট, মণ্ডিত॥
ভূতলে নাহি কোথা এ শোভা বিচিত্র॥
তুমি প্রকৃতি রাণী!
নমামি বঙ্গ জননী!

৫

নানা রঙে বিভূষিত।
ফলভারে শস্য নত॥

মলয়ে খেলে কোথা এমন হরিৎক্ষেত্র ?
তুমি প্রকৃতি রাণী !
নমামি বঙ্গজননী !

৬

ঘন, ঘন, সারি সারি।
অগণিত তরু রাজি ॥
কোকিল কূজিত তমাল বিটপী ॥
গুঞ্জরে ভ্রমর কোথা এমন কুঞ্জ ভরি ?
তুমি প্রকৃতি রাণী !
নমামি বঙ্গজননী !

৭

তোমার এই পুণ্যভূমে লভি জনম।
সার্থক হয়েছে আমার মানব জীবন ॥
তোমারই কাযে, যুগে, যুগে করি বরণ।
হয় যেন আমার এ দেহ পতন ॥
তুমি প্রকৃতি রাণী !
নমামি বঙ্গজননী !

২-৬ ২৫

———

(৬)

প্রণমি তোরে বঙ্গজননী ! শস্য শ্যামলা পুণ্য দেশ ।
শ্যাম ধরণী সিক্ত করি এমন অগণ্য তটিনী বয় কোন্ দেশ ?
নির্ঝরিণী সনে নিরব ধ্যানে কোথা বিরাজে পাহাড় উচ্চশির ।
কোকিলকূজিত, বিহগগাহিত, শোভে কোথা এমন কানন গভীর॥
অঙ্গে অঙ্গে শোভে নানা রংয়ে এমন শস্যভরা কোথা হরিৎ ক্ষেত।
বিধৌত করি চরণতল বয় সাগর কোথা দেশ, বিদেশ ॥
কুল, কুল নাদে দুকুল মাতায়ে জাহ্নবী কোথা সাগরে ধায় ।
অযুত সম্পদ বহন করি বানিজ্যে জাহাজ পাশ্চাত্যে যায় ॥
বন, উপবন, ভাসিয়ে কানন পাপিয়া কোথা ঢালে তান ।
শাখায় শাখায় হেলিয়ে দুলিয়ে মলয় গায় মধুর গান ॥
রবির পরশে সাজে মুক্তাহারে দুর্ব্বদল এমন কোথায় ।
মাঠে মাঠে ঢেউ খেলিয়ে পাকা ধান শোভা পায় ॥
তুই আমার জন্মভূমি মরতে স্বর্গ সেই প্রাচীন দেশ ।
ঐশ্বর্য্য তোর ভুবন বিদিত, বানিজ্যে করেছিলি জয় প্রাচ্য দেশ॥
সুখদা, শস্যদা, জ্ঞানদা, কর্ম্মদা তুই সেই আর্য্য দেশ ।
সন্তান তোর শৌর্য্যে একদা করিল জয় (কত) দেশ, বিদেশ ॥
অদ্রিশ্রেষ্ঠ হিমাদ্রি দিতেছে পাহারা তোর ঐ উর্দ্ধদেশ ।
জগৎ জুড়ে রয়েছে ছড়ায়ে তোর সন্তানের কীর্ত্তি অশেষ ॥
আজও ঘুচিছে তোরই অন্নে অর্দ্ধ জগতের দৈন্য, ক্লেশ ।
শ্যামধরণী, প্রকৃতি রাণী ! রবেনা তোর এই দীনা বেশ ॥

১৮-১০-২৫

(৭)

ভারত গগনে আজ ঐ শোন উঠে বেজে মঙ্গল গীতি।
তরুণ অরুণ ভাতি নাশিছে সব তমসারাশি॥
বিধাতার (এ) আশীর্ব্বাদ কার সাধ্য রাখে খর্ব্বকরি।
দুঃখ অন্তে সুখোদয় এ জগতের যে চিররীতি॥
ধন, ধান্য, বিভব ভরা একদা ভাতিল যেথা জ্ঞানরবি।
ছিল সেই ভারতবাসী এতদিন হিংসা, দ্বেষে মজি॥
আজ কাটিল সে মোহপাশ, ভ্রাতৃভাব প্রাণে জাগি।
এসো সবে একমনে দেশের হিতে পন করি॥
যাও সবে ভুলে ভেদ, আমাদের এক দেশ, আমরা একজাতি।
এক আকাশ, এক বায়ু, একজল, একভূমে বাসকরি॥
হিন্দু, মুসলমান এ ভেদজ্ঞান হৃদে কভু থাকে কি ?
আমরা এক মার দুই সন্তান, (সে) মার সেবায় সমভাগী॥

২৭-১১-২৫

(৮)

১

আজও আছে সেই ভারত ধরায়,
তার অতীতের সীমা রেখে বজায়,
সিন্ধু হ'তে কুমারিকা ময়,
বেষ্টন করি "ঘাট" গিরিদ্বয়॥

২

আছেরে সেই হিমালয়,
পদতলে যার জাহ্নবী বয়,
নেই সেই সম্রাট সমুদয়,
যারা রাখিল বিশাল কীর্ত্তি ধরায় ॥

৩

আছেরে আজও সেই রাজপুত,
নেই তাদের শৌর্য্য, সে বীরত্ব অদ্ভুত,
হ'য়ে আত্মবিস্মৃত আছে এ ধরায়,
নত ক'রে শির কালিমায় ॥

৪

আছেরে সেই ইন্দ্রপ্রস্থ,
নেই সে গরিমা, সব অস্তমিত,
হয়নারে সেথা আর রাজসূয় যজ্ঞ,
ভারত মহিমা বাড়াতে ধরায় ॥

৫

আছেরে সেই পাটলীপুত্র,
ভাগীরথী কুলে হ'য়ে প্রসারিত,
নেই সেথা নাগ, গুপ্ত, মৌর্য্যবংশ,
স্থাপিল যারা সাম্রাজ্য ধরায় ॥

৬

আজও আছে সেই উজ্জয়িনী, মালব,
নেই বিক্রমাদিত্য, সে মহামানব,
নেই কালিদাস, সে নবরত্ন, বিভব,
পাণ্ডিত্যে ধরা করিতে জয় ॥

৭

আছেরে নালন্দা, সেই রাজগিরি,
সে সারনাথ আজ ধ্বংসস্তূপে পড়ি,
নেই আর সেথায় "আর্য্যবিদ্যালয়,"
তুলনা যার ছিল না ধরায় ॥

৮

আছেরে আজও সেই বাংলা,
নেই নাগ, সুর, পাল, সেন রাজারা,
প'ড়ে ধ্বংসস্তূপে গৌড়, পাণ্ডুয়া,
বাঙ্গালী ভীরু দিয়ে পরিচয় ॥

১৬-২-৩৫

(৯)

তোমার ঐ মাটীতে এ দেহ গঠিত তুমি আমার আদি জননী যে।
তোমারই স্নেহে আছি জীবন ধ'রে তুমি ছাড়া কে রাখে বাঁচায়ে॥
তোমার ঐ আকাশ, তোমার ঐ সুবাস।
নিয়ে তোমার বাতাস বয় আমার শ্বাস ॥

রুদ্ধ হ'ত এ নিশ্বাস আমার প্রতি নিয়তে।
যদি না বহিত তোমার সমীর আমায় বেড়ে॥
তোমার ঐ ফল তোমার ঐ ফুল।
দিয়েছ শশ্য আমায় হ'য়ে অনুকুল॥
বিনে তোমার ঐ জল ছিলনা আমার সম্বল।
তৃষায় বাঁচাতে দেহ হ'তো যে তা বিকল॥
তোমার ঐ রবি, তোমার ঐ শশী।
ঢালে নির্ব্বিশেষে কিরণ দিবানিশি॥
যদি না উদিত তারা তোমার ঐ আকাশে।
আঁধারের কীট আমি যেতুম আঁধারে মিশে॥
তোমার ঐ মাটীতে আমার এ দেহ রচিত।
আবার যাবে মিশে তাতে না রেখে অস্তিত্ব॥
জন্মভূমি! তুমিই আদি জননী সবার আগে পুজ্যা এ মহীতে।
প্রণমি তোমারে কর আশীষ যেন সেবি তোমায় জীবন ভ'রে॥
১০-৩-৩৫

(৯)

১

দেশ! তোমায় আমি কত যে ভালবাসি,
তোমার ঐ সাঁজ আকাশে উঠে ফুটি,
সে যে কত মধুর চাঁদের হাসি।
ভুলে যাই আপনারে তা নেহারি॥

২

এঁকে পূরবে রাঙ্গা ছবি,
উঠে যখন ভোরের রবি,
আমি অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকি।
পুলকে যায় ঝ'রে আঁখি ॥

৩

না জাগ্‌তে চোখের তারা,
দেয় ঘুম ভেঙ্গে পাখীর সাড়া,
ফুলে ফুলে কত যে ঢলা ঢলি।
বয় বাতাস সুবাস মাখি ॥

৪

তোমার ঐ পুণ্যভূমে,
পরপারেও পড়্‌বে মনে,
আমার এজীবনের যত স্মৃতি,
সুখ, দুঃখ আঁখিবারি ॥

৮-১১-৩৫

---

(২৯)

তোমায় কি ভুলতে পারি আমি জন্মভূমি ?
তোমার ঐ শ্যামল ক্রোড়ে জনম নিয়ে হয়েছি ধন্য ভবে আমি ॥
এ ধরায় এসে যখন নিলুম তোমার ঐ কোলে শরণ।
দিয়ে আহার, জল, বায়ু কর্‌লে তুমি আমায় পালন ॥

শৈশবের সে ছোট দেহ আজ হ'য়েছে তা এত বড়।
পেয়ে তোমার শস্য, জল, বায়ু, স্নেহ অবিরত॥
প্রবাসে, দেশ, বিদেশে যখন আমি যেথায় থাকি।
ব্যাকুল হয় প্রাণ আমার দেখ্‌তে তোমার ঐ শ্যামল হাসি॥
তোমার ঐ মলয় বয় যখন জাগে প্রাণে কত সুখ স্বপন।
আমি আপনারে যাই ভুলে ভাবে বিভোর হ'য়ে তখন॥
ঢেউয়ের সাথে নেচে নেচে খেলে যখন ঐ ভরা নদী।
ছুটে তরি তড়িৎবেগে, আমি আকুল প্রাণে চে'য়ে থাকি॥
যবে এ দেহ আমার হবে পতন যেন ঐ শ্যামল চরণ হেরি।
ফিরে লভি মানব জনম যেন তোমার সেবায় জীবন সঁপি॥

৫-৩-৩৫

(১২)

আমরা নয়রে ভীরু, কাপুরুষ, বলুকনা কেন যে যাই বলুক।
যায় কিরে মান কভু তাদের সত্যিই যাদের ছিল পৌরুষ॥
ইতিহাস যুগ হ'তে ধরায় হীন প্রচার কায আস্‌ছে চ'লে।
কত বীর জাতির উচ্চ শির নত হ'ল ইতিহাসে বিজেতার ইঙ্গিতে॥
প্রমাণ আছে হল্‌দিঘাটে, তুলনা যার নেই এ ভবে।
জাতির মান রক্ষার তরে লক্ষ লক্ষ বীর প্রাণ দিল সমরে॥

সাড়ে চুয়াত্তর মণ তার হ'ল সব মৃতবীরের উপবীতে।
রেখেছে তাদেরই গৌরব মোদের শির আজও উচ্চ ক'রে ॥
পৃথ্বীরাজের কীর্ত্তিগাথা আছে খোদা তার বিজয় স্তম্ভে।
হ'য়েছিল উদয় আরও কত রাজ চক্রবর্ত্তী এ জাতির
মুখ উজল ক'রে ॥
বিক্রমাদিত্য, হর্ষবর্দ্ধন, এ ধরায় তাদের মত কার ছিল বিক্রম।
তাদেরই কাছে এই ভারতে হ'ল পরাজিত হুন, শক,
প্রাচ্য জাতিগণ ॥
সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের শৌর্য্যগাথা তার তুলনা কোথায় আছে?
দিগ্‌বিজয়ী গ্রীকবীর দিল তারে তনয়ারে হ'য়ে পরাজিত
সমরে ॥
অজাতশত্রু, শিশুনাগ ছিল তাদেরও অতুল শৌর্য্য, বিভব।
আনি বশ্যতায় নৃপতি সব কর্‌ল পাট্‌লীপুত্রে বিশাল
সাম্রাজ্য সম্ভব ॥
প্রতাপাদিত্য, সীতারাম, অশোক, বাজীরাও, শিবাজী।
তাদের সমান বীর এধরায় কোথায় জন্মেছে কি?
ধন্য হ'ত এ ধরার হোক্‌না যে কোনও জাতি।
যদি জন্ম নিত তাদের মাঝে তাদের মত বীর একটি ॥

২৫-৮-৩৩

(১৩)

হও ত্যাগে মহান, কর্ম্মে বলীয়ান।
বিশাল ঐ কর্ম্মক্ষেত্র, পাওনি কি সন্ধান ?
যায় দিন চ'লে, কায করবে পিছে ব'লে।
কতদিন আর থাকবে বৃথা অলসে ব'সে ॥
জাতিই রাখে জাতির মান।
জন সমষ্টি জাতির প্রাণ ॥
যে যার কায কর যদি সবে।
জাতির দুঃখ ক'দিন থাকে ?
মুষ্টিমেয় ভিক্ষার লোভে।
জাতির স্বার্থ যেওনা ভুলে ॥
চিরদিন তুমি রবেনা এ ভবে।
জাতি রবে যুগ যুগ শির উচু ক'রে ॥
জেগেছে বিশ্ব আজ জাতির গৌরবে।
সবাই চলেছে পথে অগ্রগামী হ'য়ে ॥
যারা শিখাল ধরায় জাতির তরে সব দিতে।
তারাই কি রবে প'ড়ে চিরদিন সবার পিছে ?

২৮-১২-৩৫

———

(১৪)

হও উচ্চ শির, ত্যাগে, কর্ম্মে মহাবীর।
কর দেশসেবা ব্রত, হ'য়োনা অধীর ॥
নিয়ে জনম যার মাটীতে খ্যাত হ'লে মানুষ ব'লে।
দেখাও মানুষ তুমি, জীবন ভ'রে তার কাযটী করে ॥
উড়ে গৃধিনী উচ্চে শূন্য মাঝে।
লক্ষ্য রয় তার নীচে ভূমির উপরে ॥
পদ, মর্য্যাদা, শিক্ষায় কি ফল আছে?
যদি হয় নিয়োজিত তা নিজ স্বার্থের তরে ॥
সহজ নয় দেশের কায, বাধা স্বার্থ তার প্রতি পদে।
যেদিন লুটাবে স্বার্থ তোমার পায়ে দেশের কায এনো মুখে ॥

৩-২-৩৬

(১৫)

আস্‌বে আবার সুদিন ভারতে, রট্‌বে কীর্ত্তি তার বিশ্বময়।
হবে ত্রিবর্ণ পতাকা জাতির প্রতীক, শৌর্য্যে, জ্ঞানে ধরা জয় ॥
বাজ্‌বে আবার দুন্দুভি ভারতে, কুমারিকা হ'তে হিমালয়।
যশে, শৌর্য্যে দীপ্ত ভারত হবে আবার জেনো নিশ্চয় ॥

২

হবে নূতন সাম্রাজ্য গঠন, ভেদহীন তার নীতি।
রবেনা সেথা জাতি কলহ, অর্পিত ক্ষমতা গুণ বিচারি॥
জাতির স্বার্থ প্রধান লক্ষ্য, দেবে অর্ঘ সবে নিজস্বার্থ দিয়ে বলি।
অরি এলে সবে দাঁড়াবে রোধে, জাতি, সম্প্রদায়, ধর্ম্ম ভুলি॥

৩

হিন্দু, মুসলমান এক ভারত সন্তান, এক জাতি, একদেশ সবার।
নিয়ে ধর্ম্মের খোলস জাতির শক্তি হবে না ক্ষুণ্ণ দ্বন্দ্বে আর॥
যুগ, যুগ ধরি অস্পৃশ্যতা করেছে এই জাতি সংহার।
হবে উৎপাটিত মূল তার, দৃঢ় হবে জাতির শক্তি প্রাকার॥

৪

রাজ্যস্পৃহা, পরপীড়ন, স্বাধীন ভারতে হবে না নীতি কখন।
করবে না স্পর্শ সে কারও কায়া করি রণ অকারণ॥
পুণ্য এই ভূমি হ'তে অতীতে যুগে যুগে ছাইল জ্ঞান বিশ্বময়
সে কায সাধিতে আবার ভারতে হবে নব নব ঋষির অভ্যুদয়॥

১৭-৭-৩৮

(১৬)

বাংলা! তুমি কি সেই বাংলা কি অতীতের ছায়া তুমি?
তোমার ঐ ভাগীরথী তটে চিরকালিমা রেখে ডুবেছে ভারত রবি॥
ক'জন সৈনিকের ভয়ে তুমিই দিয়েছিলে নিজ করে তুলি।
তোমার অতীতের যুগ যুগের সাধনার সে গৌরবমণি॥

আজ নেই তোমার সে মোহনলাল, সীতারাম, রাজা প্রতাপ।
ঘরে ঘরে আজ তোমার মির্‌জাফর, আর ভবানন্দের বাস ॥
তোমার জনহীন ঐযে গৌড়, যা ধ্বংসস্তূপে আজ আছে পড়ে।
দিয়েছিল পরিয়ে মুকুট কত যে বাঙ্গালী সম্রাটের শিরে ॥
তারা ক'রেছিল জয় আর্য্যাবর্ত্ত, অভিযানে প্রতীচ্যে যে'ত।
ভয়ে তাদের কাঁপ্‌ত তখন এই ধরার অধিবাসী যত ॥
নয় সে বেশী দিনের কথা, তোমারই "বিজয়" রাখ্‌ল কীর্ত্তি।
বাহুবলে ক'রে জয় সাগর পারের সুদূর ঐ সিংহল ভূমি ॥
হারিয়ে সে শৌর্য্য, সাম্রাজ্য, আজ নিয়েছ ভিক্ষার ঝুলি।
ঘরে ঘরে ক'র্‌ছ প্রচার কর্ম্মে নয়, বৈরাগ্যে হয় আত্মার গতি ॥

৩০-৯-৩৫

(১৭)

১

ভারতবর্ষ! সকল দেশের শীর্ষ,
বিশ্বের সব জাতির পূজ্য,
ছিলে তুমিই সবার শ্রেষ্ঠ প্রথম ধরায়।
তোমার কীর্ত্তি, খ্যাতি, শৌর্য্যের তুলনা কোথায়?

২

পারেনা সঠিক বল্‌তে কেউ কবে তোমার জন্ম,
কর্‌লে জ্ঞান-জ্যোতি ধরায় প্রথম বিকীর্ণ,

উদিত ভবনে তব হ'ল শৌর্য্য-রবি মধ্যাহ্ন প্রভায়,
বন্দিত, কীর্ত্তিত, নমস্য হ'লে বিশ্বের সভায় ॥

৩

যুগ যুগ করি অনুসরণ তোমায়,
উন্নত এধরার জাতি তোমার ছায়ায়,
নিয়ে তোমার কৃষ্টি, সৃষ্টি, দিয়ে নবরূপ তায়,
উচ্চ হ'ল এ বিশ্বের জাতি জাতীয় প্রতিভায় ॥

৪

বিশ্বের ভাণ্ডারে তোমার বিরাট সে দান,
নাহ'লে এ ধরায় প্রলয় হবে না কভু তা ম্লান,
ছত্রিংশ কোটী সন্তান যার কেব'লে সে অসহায় ?
প্রতিষ্ঠিত হবে তুমি আবার সেই পূর্ব্ব গরিমায় ॥

১২-১০-৩৭

(১৮)

১

মাথার উপরে সেজে নীলবসনে,
বিভোর হ'য়ে যেন কার ধ্যানে,
আছ আকাশ তুমি কত যুগ হ'তে,
পারেনা যে কেউ তা বল্‌তে ॥

২

সীমা তোমার কেউ জানেনা,
কে ক'রেছে কবে তোমায় রচনা,
সুর তোমার আসে না কাণে,
প্রাণ মহান্ দেখে হয় মনে ॥

৩

সেথায় আছ তুমি যুগ যুগ হ'তে,
আছে বিজড়িত তোমার স্মৃতি সাথে,
যত জাতির জাগরণ এ মরতে,
উঠা, পড়া, তাদের জাতি হিসাবে ॥

৪

যারা থাকে তোমার ঐ দেশে,
আসে সুখ, দুঃখ তাদের সমভাবে,
ডুব্‌লে রবি চাঁদ উঠে, চাঁদ গেলে রবি আসে,
আঁধার আসে হাসিটী চাঁদের ফুরালে ॥

৫

তুমি দেখেছ এই জাতির জাগরণ,
জাগেনি এ ধরায় তেমন কেউ কখন,
যদিও মনে হয় আজ তা স্বপন,
পারকি বল্‌তে ফির্‌বে সে দিন কখন ?

২৮-১০-৩৫

———

(১৯)

তুমি দীপ্ত কর এ জাতির প্রাণে যত অপূর্ণ কামনা।
ক্ষুধিত সিংহের প্রয়াস করি হৃদে তাদের যোজনা॥
নাও হৃদয় হ'তে সরিয়ে তাদের নীচতা, প্রবঞ্চনা।
জাতির কাযে শঠতা, জাতির মান অবমাননা॥
দাও উচ্চ ভাব এনে প্রাণে, আদর্শ উচ্চ জ্ঞানে, করমে।
বিপদ তুচ্ছ গণি মনে হ'তে অগ্রসর কর্ত্তব্য সাধনে॥
কর সঞ্জীবিত জাতীয়তা, প্রাণে তাদের জাতির ভাব, ধারা।
বিনে জাতীর ঐশ্বর্য্য, সম্পদ তুচ্ছ শিখুক সবে তারা॥
মেঘের প্রাসাদ মত উঠে, পড়ে জাতি যত নিয়ে এ ধ্রুব ধারণা
শিখাও জাতির হিতে যে যেমন পারে করতে শক্তি যোজনা॥

৮-৩-৩৭

---

(২০)

কবে এলে এ মহীতে, শিরে পড়্‌লে রাজটীকা।
সবার প্রাচীন দেশ তুমি, পারেনা কেউ বল্‌তে তা॥
শৌর্য্য, ঐশ্বর্য্য, বিজ্ঞান যা নিয়ে প্রতীচ্য করে গরিমা!
তোমারও ছিল অতুলনীয় সে যে কত যুগের কথা॥
ঐ পঞ্চনদ তটে ভাতিল যবে প্রথম তোমার জ্ঞানশিখা।
হ'ল দিকে দিকে প্রসারিত, হ'লে তুমি দিগ্‌বিজয়ী ধরা॥

বিজয় গর্ব্বে ছুট্‌ল যবে সন্তান তোমার কর্‌তে জয় বসুন্ধরা।
ফির্‌ল নিয়ে কত সম্ভার, বিজিতে বিতরি জ্ঞান, শিক্ষা ॥
ছিল স্ত্রী, পুরুষে সম অধিকার, নারী হ'ত স্বয়ম্বরা।
ছিল না জাতি মাঝে (এমন) শ্রেণীভাগ, কোথাও অস্পৃশ্যতা ॥
যোগ্যের সম্মানে উঠ্‌তনা তখন কভু জাতি, শ্রেণীর কথা।
ছিল না মাতৃজাতি গৃহকোণে বন্দী, অজ্ঞ হ'য়ে জীবন ভরা ॥
পুরুষেরই মত ছিল তাদেরও সমান মনে, কায়ে স্বাধীনতা।
হ'তনা শঙ্কিত রণে দেশে শত্রু দিলে সাড়া ॥
যেদিন স্বার্থের খাতিরে তারা রচিল অস্পৃশ্যতার বেড়া।
খর্ব্ব করি যোগ্যতা, পেয়ে হাতে যত ক্ষমতা ॥
সেইদিন হ'তে দুর্দ্দিন ঘিরেছে, যতই হোক্‌ চেষ্টা যাবেনা তা ॥
যতদিন না যাবে জাতির মনের এঘোর নীচতা, সঙ্কীর্ণতা ॥

১-১১-৩৬

(২৯)

কবে তোরা মানুষ হবি এধরা মাঝে শির উচু ক'রে।
দুঃখ, দৈন্য যাবে ঘুচে রবেনা মরণ অনাহারে ॥
ভুলে আপনা ধারা, কৃষ্টি গেলি যুগ যুগ তোরা যার তার দ্বারে।
চাইল না কেউ ফিরে, পেলি অপমান ভিখারী ব'লে ॥

ক্ষুদ্র গণ্ডী মাঝে শুধু পরিজন নিয়ে গেছে চিন্তা তোদের
ভুলে প্রসার হ'তে।
জাতির অভাব, কোথায় গলদ, দূর করতে তা জাগে না
প্রেরণা হৃদে॥
আছে অনেক কিছু তোদের করতে মানুষ তোরা হ'য়েছিস যে।
অস্পৃশ্যতা দূর ক'রে বিরাট জাতি একটা তোদের গড়তে হ'বে॥
হবে নারীকে ফিরিয়ে দিতে মানুষের অধিকার তাদের
ঘরে, ঘরে।
জাতির আধেক শক্তি করবি নষ্ট রেখে গৃহ কোণে অজ্ঞ ক'রে
কোন্ বিচারে ?
না জাগ্‌লে নারীশক্তি হবি মানুষ তোরা কেমন ক'রে।
হয়েছে ধরায় যারাই বড়, ছিল মার প্রভাব তাদের সবারই যে॥

৫-১১-৩৬

(২২)

ভেদী সুনীল জলধি ধরিল যবে হিমালয় কায়া।
ছিল না কোথায়ও জন, মানব, বসতিহীন ধরা॥
সে সৃজন প্রভাতে তব শ্যামল তটে ধরিল মানব প্রথম কায়া।
সেই দিন হ'তে ধরণী মাঝে হ'লে তুমি সবার পূজ্যা॥
ঊর্দ্ধে শুভ্র, নীলাম্বরা, নিম্নে ঘন শ্যামলা।
সুজলা, সুফলা তুমিই সেই ভারতমাতা॥

তোমারই সন্তান কর্‌ল জয় প্রথম জ্ঞানে বসুন্ধরা।
ধ্বনিত করি গৃহ, তপোবন হ'ল উত্থিত অভিনব সাড়া॥
বীরদর্পে চল্‌ল যবে সন্তান তব কর্‌তে জয় ধরা।
দিগ্‌বিজয়ী হ'য়ে ফির্‌ল গৃহে পড়্‌ল চরাচরে সাড়া॥
উর্দ্ধে শুভ্র, নীলাম্বরা, নিম্নে ঘন শ্যামলা, আজও আছ তুমি
ধরি সেই কায়া।
নেই শুধু তারা, গরিমায় যাদের পেয়েছিলে তুমি এধরায় পূজা॥

১৭-১-৩৭

(২৩)

হ'ল ধরণীতে যে দিন প্রভাত প্রথম।
জনমিল ধরায় মানব লভি জীবন॥
উদিত ভবনে তব প্রথম জ্ঞানের তপন।
ছাইল কিরণ তার পরে সারাটী ভুবন॥
তুমিই দেখালে শৌর্য্য ভূতলে প্রথম।
সবার আগে কর্‌লে সাম্রাজ্য স্থাপন॥
নিয়ে অগণিত সৈন্য কর্‌লে প্রথম রণ।
হ'ল বিজিত ছিল যেথায় যত অনার্য্যগণ॥
ছিল অযোধ্যার রাজা রাম, অমিত পরাক্রম।
সাগরে বাঁধি সেতু নাশিল দুর্জ্জয় রাবণ॥

কুরুক্ষেত্রে কুরু, পাণ্ডবে হ'ল যে মহারণ।
চরাচরে নেই তুলনা, শৌর্য্যে বিস্মিত ধরাবাসীগণ॥
উচ্চ ক'রে শির জাগ্‌ল যবে উজ্জয়িনী তব।
ছাইল বিক্রমাদিত্যের যশে ধরা, ভারত করি ধন্য॥
বিদূরিত করি হুন, শক, যত প্রতীচ্যের অরি।
রাখ্‌ল শালিবাহন ধরায় অতুলনীয় কীর্ত্তি॥
অশোক তোমার কর্‌ল জয় আর্য্যাবর্ত্ত সমুদয়।
প্রস্তরে ক্ষোদিত সে স্মৃতি, পারেনি কাল কর্‌তে ক্ষয়॥
সৃষ্টির আদি হ'তে তুমিই ভারত! ছিলে বীরের ভূমি।
ছেড়ে সে শৌর্য্যের চর্চ্চা, তোমার সন্তান আজ ভিখারী॥

২৮-১-৩৭

---

(২৪)

কর্ম্ম পথ্‌টী বেছে, ধর্ম্মের সব কথা না মেনে,
হও উচ্চ শির, আছে জাতির মুক্তি প'ড়ে।
যুগ, যুগের উদাসীনতা, ক'রেছে দুর্ব্বল এ জাতির কায়া,
ধর্ম্মের নামে যত অযুক্তি শুনে॥
কর্ম্মে উদাসীনতা, প্রচারি উচ্চাশা, জীবন বৃথা,
নিয়েছে কেড়ে জাতির শক্তি সবার পিছে ফেলে।
রাষ্ট্র যদি থাকে, তবেই ধর্ম্ম বাঁচে,
এ সত্যি জেনে হও নিয়োজিত রাষ্ট্রের কল্যাণে॥

২৯-৮-৩৭

(২৫)

১

হও আত্ম নির্ভর,
ক'রনা অপরে ভর,
যদি সাধ প্রাণে জাগে,
হ'তে জয়ী জীবন সমরে ॥

২

স্বার্থের সঙ্ঘাতে,
আছে ক'জন এ জগতে,
পারে বিভব ত্যজিতে,
ন্যায়ের তুলাদণ্ডটী ধ'রে ॥

৩

পেতে ধরায় ন্যায্য যা তোমার,
ক'রনা দ্বিধা, হৃদে ত্রাসের সঞ্চার,
ক'র সংযোগ সব শক্তি তোমার,
যদি আসে বাধা প্রবল সমুখে ॥

১৭-১০-৩৭

---

(২৬)

ধন্য তুমি, কর মোরে,
দিয়ে বিবেক, বুদ্ধি এ হৃদে ॥
অন্যায় হেরে, দাঁড়াতে শির উচু করে,
দাও সাহস হৃদয় ভ'রে ॥
প্রাণের ভয়ে, যেন না যাই পলায়ে
অবিচারে নির্ব্বাক দর্শক হ'য়ে ॥
গেছে সবে ব'লে যেন না যাই সে পথে,
দিয়ে বিবেক বলি ব্যক্তিত্বের ভয়ে ॥
শির উচ্চ ক'রে, দাঁড়াতে এ বিশ্বে,
দাও শক্তি, যদি হয় একাকী দাঁড়াতে ॥

৬-৯-৩৭

(২৭)

তোর ঐ চির শ্যামলরূপে আছি মুগ্ধ হ'য়ে।
ভুবন মোহিনী তুই আমার আদি জননী যে ॥
প্রাণহীন জল, মাটী তোর ঐ স্বরূপ কে বলে।
পাহাড়, নির্ঝরিণী, নদী যেভাবে তোরে, ক'রে ভুল সে ॥
দিয়েছিস্ আঁখি খুলে, তোর ঐ প্রাণময় স্বরূপ জাগে হৃদে।
হেরি সে শ্যামল দিব্যরূপ সদা তোর ঐ জড় দেহে ॥

যাবেনা তোর ঐ দুঃখ কভু, কোন কালে।
সন্তানেরা যতদিন তোরে জড়, প্রাণহীন ভাব্‌বে ॥
অসাড়, প্রাণহীন যদি কেউ তার মাকে ভাবে।
সে মার দুঃখে কভু কি তার প্রাণ কাঁদে?
প্রাণময় তোর ঐ স্বরূপ যেদিন সন্তানেরা তোর জান্‌বে।
ঘুচাতে তোর দুঃখ তারা হবে আত্মহারা সবে ॥
স্বার্থ, দ্বেষাদ্বেষি যাবে সব চলে।
হবে সংহত তারা মিলে তোর ঐ চরণ তলে ॥
১৫-৩-৩৫

---

(২৮)

তুই কি জ্ঞানের আদি জননী সেই ভারতভূমি?
তোর ঐ পুণ্যভূমে জনমিয়ে হ'ল ধন্য কত যে ঋষি, জ্ঞানী ॥
তাদের সেই চিন্তাধারা আজও আছে সারা বিশ্ব ভরি।
দেশ, বিদেশে সব জাতি মাঝে হ'য়ে তাদের বিবেক বাণী ॥
যখন তমসাভরা ছিল ধরা, নগ্নকায়ে ঐ প্রতীচ্যজাতি।
তখন উড়ালি জ্ঞানের ধ্বজা, পেলি পূজা এই বিশ্ব ভরি ॥
মুখরিত হ'ল তখন তোর ঐ তপোবন, নির্জ্জন গুহা, গিরি।
শুনি তোর ঐ ঋষির মুখে বেদের সেই আপ্তবাণী ॥

ভবে আর্য্য নামে খ্যাত যারা ছিল তোরই যে তারা সন্ততি।
জিনি সসাগরা ধরা আন্‌ল এ বিশ্বে ধর্ম্মের সার বাণী ॥
অহিংসা এ মহৎবাণী এভবে প্রথম তুই শুনালি।
হ'ল চীন, জাপান, তিব্বত শিষ্য চরণে তোর প্রণমি ॥
১০-৩-৩৫

(২৯)

একবার দেখ্‌রে চেয়ে তোরা সবে মিলে।
তোদের স্থান আজ কোথায় এ ভবে ॥
জাতি হিসাবে সবার চেয়ে।
হেয় তোদের চেয়ে কে আছে ॥
যায় সেই জাতির মান।
যারা পরের ভাবে করে অভিমান ॥
বাড়ে সেই জাতির মর্য্যাদা।
যারা রাখে কৃষ্টি, তার ভাবধারা ॥
পরের ভাবে বড় হয়েছে কবে কে কোথা ?
ঘরে, বাহিরে তোদের তাই আজ এ দীনতা ॥
ঝাঁপ দিয়েছিস সাগরে ব'লে।
রোগের জ্বালা যাবে না চলে ॥
রোগ যায় তার প্রতিকারে।
য় নতশিরে আত্ম সমর্পিলে ॥
১৫-৩-৩৫

(৩০)

ফিরে চল ঘরে তোরা ক'রে জীবন এমন হেলা ফেলা।
পরের হাতে দিয়ে কায কতদিন আর থাক্‌বি তোরা॥
তোদের ঘরে আছে অনেক কায জীবন ভ'রেও যায়না সারা।
আশেপাশে তোদের যারা, সেরে ঘরের কায
(আজ) কত বড় তারা॥
সবার বড় ঐ যে রবি সেও যায়না আপন কায ভুলি।
চাঁদ ডুব্‌লে ভোরে আসি ঢালে কিরণ নিতিনিতি॥
ঘরের কাযে লাগ্‌লে মন, এ অলসতা যাবে তখন।
অনুতাপ আসবে যখন, ঘরের ছেলে হবি তখন॥

১৪-৯-৩৫

(৩১)

১

ধরি শিরে শুভ্র তুষার, হিমানী,
পদতলে উত্তাল সাগর কল্লোলিনী,
দক্ষিণে, বামে দুর্গম শৈলশ্রেণী,
প্রকৃতি আশীষে দুর্ভেদ্য তুমি ভারত জননী॥

২

ঊর্দ্ধে আকাশ তোমার উদার, অনন্ত,
দিবায় ধূসর, নীলরংয়ে দিগন্ত বিস্তৃত,
নিশায় হাসিভরা অগণ্য তারকাখচিত,
খেলি নিত্য বিমল চন্দ্রমা সাথে হয়না কভু শ্রান্ত ॥

৩

ভূতল তোমার অনন্ত ঐশ্বর্য্য প্রসবিনী,
শ্যামল হাসিভরা সারাঋতু, উর্ব্বরা মেদিনী,
বয় দেশে, দেশে অগণ্য স্রোতস্বিনী,
বাণিজ্যে হ'য়েছিলে একদা এ ধরার রাণী ॥

৪

ছুট্‌ল যেদিন দিকে, দিকে অসংখ্য তোমার বাহিনী
ত্রাসিত করি ধরা ক'র্‌ল জয় কত দেশ, শ্রেণী,
সুদূর মালয়, সুমাত্রায় উপনিবেশ স্থাপি,
যশৈশ্বর্য্যে করেছিল তোমায় ধরিত্রীর রাণী ॥

১২-৭-৩৮

(৩২)

শ্যামল, স্বচ্ছল, ঘন বিটপীতৃণাবৃত পুণ্য ঐ তব তট উজ্জ্বল ক'রে।
যোগ-নিরত, ছিল যত ঋষি অন্তর হতে তাদের উত্থিত হ'য়ে ॥
যেদিন ভাতিল ধরায় জ্ঞানজ্যোতি তব
মহান্ সে গৌরব আজও আছে বিশ্ব ভ'রে।
ঊর্দ্ধে হিমাচল, নিম্নে কুমারিকা
পূর্ব্ব, পশ্চিম ঘাট সব বেষ্টন ক'রে ॥
যত ছিল দেশ, নদ, নদী অশেষ
হ'ল পাহাড়, কন্দর উজ্জ্বল তার পরশে।
ভাতিল ধরায় সে উষায় নব জাগরণ,
সোণার স্বপন প্রসারি দিকে দিকে ॥
ছিল সূক্ষ্মদর্শী, উদার সে যুগের তারা,
ছিল না অস্পৃশ্যতা, প্রেরণা উচ্চ হৃদে।
স্ত্রী, পুরুষ না করি বিচার তুলেছিল
বিরাট একটা জাতি গ'ড়ে ॥
সহস্র সহস্র বর্ষ কেহ না করিল তারে স্পর্শ
জাতির বিরাট সে একতা হেরে।
হ'লে সে যুগের অবসান স্বার্থান্ধ তাদেরই সন্তান,
হরিল জাতির শক্তি শত শ্রেণী ভাগ ক'রে ॥
জাতির মেরুদণ্ড যারা সরিল অবজ্ঞায় তারা
পদানত জাতি যুগ যুগ সেইদিন হ'তে।

কৃষ্টি, বৈশিষ্ট বিকায়ে সর্ব্বস্ব আছে পরভাবে মাতি
ভাবি যাবে দিন এম্‌নি চ'লে ॥
করি ভীতির সঞ্চার প্রাণে তরঙ্গায়িত
সাগর যে'ত বয়ে একদিন যেখানে।
উচ্চ ক'রে শির আজ উঠেছে সেখানে বিরাট
পাহাড় যুগের ব্যবধানে॥
নিয়ে অতীতের ভাব, ধারা ছিল এ বিশ্বে যারা
প'ড়ে সবার পিছনে।
করি স্বীকার যুগের প্রভাব চলেছে আজ তারা
নব যুগের নবীন উদ্যমে ॥
শুধু এই জাতি বিশ্বে আছে পড়ি সবার পিছে
অতীতের জঞ্জাল বহি শিরে।
স্বখাদ সলিলে সবে ডুবে মর্‌তে যুগের
প্রভাব পানে পশ্চাৎ ফিরে ॥
২৮-১০-৩৬

(৩৩)

১

সার্থক মোদের মানব জীবন, সোণার বাংলায় লভি জনম,
যশে, শৌর্য্যে, জ্ঞানে, ঐশ্বর্য্যে, সুজলা, সুফলা কোন দেশ এমন?
জীবনে, মরণে, জনমে, জনমে সেবিব মোরা মার শ্যামল চরণ।
ত্যজিব সুখ, বরিব দুঃখ, করি তার সেবা আজীবন ॥

২

ধন্য করি ভারত গগন সোণার বাংলা জাগিল যখন।
ছিলনা ভারতে দেশ এমন যা করেনি জয় বাঙ্গালী তখন॥
ব্রহ্ম, সিন্ধু, কাশ্মীর, কোশল, গান্ধার, মিথিলা, কুমারিকা, সিংহল।
অঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, উৎকল করিল জয় বাঙ্গালী এ সকল॥

৩

বাজিল দুন্দুভি, সে বিজয় ভেরী সসাগরা ভারত করগত করি
ভরিল ঐশ্বর্য্যে গৌড় নগরী, ছাইল বাংলার যশ বিশ্বব্যাপী॥
নাগ, সুর, পাল, সেন নরপতি শাসিল ভারত যুগ যুগ ধরি।
যশে, শৌর্য্যে বিস্মিত করি রাখ্‌ল বাঙ্গালীর অতুল কীর্ত্তি॥

৪

সেই সোণার বাংলায় মোদের জনম, শৌর্য্য যার বিদিত ভুবন।
তার শ্যামল ক্রোড়ে বর্দ্ধিত দেহ, সেবায় তার করিব বরণ॥
আবার সকলে আসিব ভূতলে যদি না হয় মার দুঃখ মোচন।
করি জনমে, জনমে ক্লেশ বরণ, সেবায় তার সঁপিব জীবন॥

১৫-৬-৩০ "হুমায়ুন"

(৩৪)

শিরে তোর শোভিছে মুকুট।
অভ্রভেদী উচ্চ গিরি ঐ হিন্দুকুশ॥
পূর্ব্ব, পশ্চিমঘাট শোভে ছুটী বাহু অপরূপ।
পরি লতা, গুল্মে বলয় স্বরূপ॥
বিধৌত করি তোর চরণতল।
ধায় ভারত মহাসাগরের জল॥
সিক্ত করি তোর পূর্ব্ব উপকূল চয়।
আব্রহ্ম প্রসারি বঙ্গোপসাগর বয়॥
ছত্রিংশ কোটী এই ধরার মানব।
সন্তান যার বিদিত ভূলোক॥
জননী তুই সোণার ভারত।
আবার পূজিবে তোরে সারা বিশ্ব, ভূলোক॥

২

ছুর্ভেদ্য তোরে ক'রেছে প্রকৃতি
বেষ্টিত করি চারিধারে ছুর্গম গিরি॥
ছিদ্র কোথায়ও তোর নাহি দেহপরি।
আশ্রয় করি যারে প্রবেশিবে অরি॥

উন্মুক্ত যদিও তোর আছে দুই দ্বার।
দুর্দ্ধর্ষ্য পার্ব্বত্য সন্তান সেথায় প্রহরী সজাগ ॥
ছত্রিংশকোটী এই ধরার মানব।
ইত্যাদি

৩

সৃষ্টি হ'তে সদয়া প্রকৃতি তোর প্রতি।
অকাতরে দিয়েছে অতুল ঐশ্বর্য্য ঢালি ॥
যতন করেছে এমন ধরায় কোথায় প্রকৃতি।
স্নিগ্ধ কর্‌তে দেশ দিয়ে অগণ্য নদ, নদী ॥
শস্য প্রসবিনী এমন কার মাটী।
পথে, মাঠে শোভে শ্যাম শষ্পরাজি ॥
ছত্রিংশ কোটী এই ধরার মানব।
ইত্যাদি

৪

ভেদী প্রলয়-পয়োধি যবে উঠিল ধরণী।
তুই শুনালি প্রথম সাম্য, মৈত্রী বাণী ॥
দীপ্ত করি জ্ঞানের অফুরন্ত পরশমণি।
নাশিলী ধরার তম, হলি ধরিত্রীর রাণী ॥

বিশ্বের যতেক জাতি জুটিল তোর দ্বারে আসি।
লভিল জ্ঞান জ্যোতি চরণে তোর প্রণমি॥
কত সহস্র যুগ গেছে চলি, উঠিল, পড়িল বিশ্বে কত জাতি।
সমকক্ষ না হ'ল কেহ লভি তোর সম সে দিব্য জ্যোতি॥
ছত্রিংশকোটী এই ধরার মানব।

ইত্যাদি

৫

মুক্তির বাসনা যবে জানাল বিশ্ববাসী।
সে সাধ পুরাতে কারও ছিলনা ধরায় শক্তি॥
তোরই সন্তান তারা, ছিল যোগসিদ্ধ ঋষি যারা।
প্রচারিল চারিবেদ, ধরার মানবে দিতে মুক্তি॥
আবার মন্থিত করি সে বেদ চারি, প্রচারিল তোরই ঋষি
তন্ত্রমতে ক্রিয়া বিধি, দিতে মানবে ত্বরায় সিদ্ধি॥
উদার এমন কোথা আছে বিশ্বে ধর্ম্মপ্রথা।
পূজিতে বিশ্বমাতা, নাহি ভেদাভেদ জাতি, সূত, সূতা॥
ছত্রিংশকোটী এই ধরার মানব।

ইত্যাদি

৬

গর্জ্জিল ধরায় যেদিন তোর রণোন্মত্ত ভেরী।
ত্রাসিত হইল বিশ্ব তার পরাক্রম নেহারি॥
অগ্রসর না হ'ল কেহ এই বিশ্বের জাতি।
আহ্বান করিতে রণে, কিবা রোধিতে সে গতি॥

যাচিল বশ্যতা সবে আসি প্রাচ্য, প্রতীচ্যের জাতি।
হ'ল রচিত ভারত সাম্রাজ্য, ধরায় সুদিন, ভেদহীন নীতি ॥
ছত্রিংশকোটী এই ধরার মানব।

ইত্যাদি

৭

গেছে সে সুদিন যদিও তোর বহু যুগ হ'তে।
ঘোর তমসা সারা আকাশ ঘিরেছে ॥
সে সুদিনের রেখা, নেই আর মানচিত্রে আঁকা।
কালের কবলে গেছে সব ধুয়ে, মুছে ॥
তুই হ'স্নে অধীর, দুঃখে কাতর।
থাকেনা দুঃখ কারও সারাজীবন ভ'র ॥
উত্থান, পতন এযে প্রকৃতির নিয়ম।
পতনে উত্থান তোর কে করে বারণ ?
ছত্রিংশ কোটী এই ধরার মানব।

ইত্যাদি

১১-১১-৩২

(৩৫)

(বল্) কতকাল আর তোরা
এমন করি অবহেলা ॥
সবে কর্‌বি দেশ পূজা।
দেশকে ভাবি, মাটী, ঢেলা ॥

পাহাড়, নির্ঝর, ধারা।
বন, তরু, লতা ॥
নদী, সাগর, বেলা।
চেতনা হীন, প্রাণশূন্য কায়া ॥
দেখ্‌রে আঁখি মেলে তোরা।
দেশ নয় তোদের শূন্য কায়া ॥
জড় মাঝে বিরাজে তার মূর্ত্তি দেশ মাতা।
ফল, ফুল, গন্ধ, বায়ু করে তার পূজা ॥
জড়জগৎ নয় প্রাণ ছাড়া।
ভাবিস্‌নে এ নূতন কথা ॥
সর্ব্বভূতে দেশমাতা থাকে বিরাজিতা।
যুগ যুগ ধরি তোরা কর্ তার পূজা ॥
দেশমাতা সর্ব্বভূতে না হ'লে এ জ্ঞান।
বাজে কিরে প্রাণে কভু তার অপমান ?
হবেনা পূর্ণ তোদের কভু মনস্কাম।
ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম না হ'লে দেশ জ্ঞান ॥

২২-১২-২৮

---

(৩৬)

তোদের যাবেনা কি ভ্রম।
ভাঙ্গ্‌বেনা কি এ ঘুম ॥
কতকাল কাটাবি এমন।
হ'য়ে অসাড়, অচেতন ॥
ঘৃণিত, পতিত যারা ছিল এই বিশ্বে।
চেয়ে দেখ্‌ তাদের স্থান (আজ) কত উচ্চে
লাঞ্ছিত, গঞ্জিত, কেউ নেই এ ভবে।
এমন তোদের মত নিজস্ব হারায়ে ॥
কতকাল আর এমন পরমুখী হ'য়ে।
পরভাবে, পরবেশে (তোরা) থাকৃবি আবেশে ?
বল্‌ তোরা কোন জাতি জেগেছে এ বিশ্বে।
জাতির কৃষ্টি, বৈশিষ্ট পরপদে সঁপে ?
জাতি মাঝে তোদের এমন থাকৃতে কর্ম্মশক্তি।
হায় ! তোরা কি করে হলি ঘোর অদৃষ্টবাদী ॥
কর্ম্মে আস্থা যেদিন হ'তে হারিয়েছিস্‌ তোরা।
দুঃখ, দৈন্য সেই দিন ক'রেছে তোদের ঘেরা ॥
এখনও আয় তোরা ঘরে ফিরে, কর্ম্মে করি আস্থা।
যাবে এ দীনতা চ'লে, পাবি নূতন জীবন সাড়া ॥

২-১২-২৮

(৩৭)

বেলা গেলরে, ডুব্‌লো তপন,
নিশার আঁধার,
এলো ছেয়ে যে গগন ॥

আয় তোরা আয়, ঐ শোনা যায়,
দেশের বিলাপ।
করুণ রোদন ॥

উঠিছে ভেদী, সুদূর গগন,
(তার) ক্ষোভ, অপমান।
সে দারুণ, ভীষণ ॥

শত অশ্রু ধার, বয় দেহে তার,
জীর্ণা, শীর্ণা, কায়।
বিবর্ণা বসন ॥

শত, শত, যুগ, হ'য়েরে বিরূপ,
ভুলেছিস তোরা।
দেশ সেবা ॥

তার রূপ ধ্যান, তার মন্ত্র জ্ঞান,
তার মূর্ত্তি গড়ি।
তার চরণ পূজা ॥

সে দুঃখে হায়, (তার) বিদরে হৃদয়,
তনয়ের কুমতি।
প্রাণে কি সয়?
স্নেহবারি ঢালি, ধন, ধান্যে পালি,
প্রাণের সে তনয়।
(যদি) অনাদরে মায়॥
বৃথারে জনম, বৃথারে করম,
ধন, পরিজন।
বৃথা আসা এ ধরায়॥
মিছে গৃহ, ধর্ম্ম, ব্যর্থ দান, পুণ্য,
জনমি দেশের কোলে।
যদি না পূজিলি দেশমাতায়॥

১-১২-২৮

(৩৮)

স'য়ে এ অপমান, এমন হ'য়ে হেয়জ্ঞান।
(বল্) কতকাল্ থাক্‌বি তোরা ভারত সন্তান॥
লাঞ্ছনা, গঞ্জনা এভাবে হারায়ে আত্মসম্মান।
বেঁচে থাকা, আর মরা তোদের নয়কি সমান?

একবার ভেবে দেখ্ তোরা কাদের সন্তান।
এ ধরায় হেয় কোন্ জাতি তোদের সমান?
লভি আর্য্যবংশে জনম, হ'য়ে সবে আর্য্য সন্তান।
শোভে কিরে এ হীনতা তোদের শৃগাল সমান॥
তোদেরই প্রতিবেশী, নয় সুদূর সে আফ্‌গানিস্থান।
আজও অনুন্নত, নয় শিক্ষিত তারা তোদের সমান॥
আত্মগরিমায় আজ তারাও হয়েছে গরীয়ান।
এ বিশ্বে জাতি মাঝে লভেছে তারাও স্থান॥
তোদেরই মহাদেশবাসী যে চীন ছিল এতদিন নিদ্রিত
গৃহকলহে খর্ব্ব, জাতিমাঝে সবার হেয়॥
তারাও পেল সম্মান করি সব অরি পদানত।
সুপ্তচীন হেরি জাগ্রত, ভীত আজ এ বিশ্ব॥
এই এশিয়াবাসী তারাও প্রাচ্যজাতি তুর্কী।
হয়েছিল লাঞ্ছিত তোদেরই মত আত্মসম্মান বিস্মরি॥
আজ বিজয়গর্ব্বে গর্ব্বী হেরি তাদের কীর্ত্তি॥
যাচিছে পাশ্চাত্যজাতি সবে তাদের প্রীতি॥
সাগর মাঝে ভাসে ঐ ক্ষুদ্র দ্বীপ সে জাপান।
তোদেরই মত অবয়ব, খর্ব্বাকৃতি তোদেরই সমান॥
আহার, বিহার তোদেরই মত, তারাও আর্য্য সন্তান।
চেয়ে দেখ্ শৌর্য্য বলে আজ লভেছে কোথায় স্থান?
ইরাণ, পারস্য, মিসর, তাতার, তিব্বত।
নয় কেউ দীন, এমন তোদের মত বর্ব্বর॥

তারা সবাই উন্নত, আজ সবাই জাগ্রত।
কার সাধ্য করে তাদের যশ, মান খর্ব্ব॥
কতকাল আর তোরা এমন থাক্‌বি আত্মবিস্মৃত।
কতকাল এভাবে হবি ঘৃণিত, অনাদৃত॥
দুর্ভিক্ষ, মড়ক তারাও কর্‌ছে তোদের শোষিত।
ঘরে, বাহিরে এমন কার আছে শত্রু অসংখ্য ?
শুধু একতা হারায়ে তোদের গিয়েছে সর্ব্বস্ব।
ব্যাধিগ্রস্থ, অন্নক্লিষ্ট, তোদের মত এমন কে দীন, হেয় ?
একদিন ছিল যা তোদের এ বিশ্বে নিজ বৈশিষ্ঠ।
হারিয়েছিস্ তাও তোরা করি অনুকরণ পরস্ব॥
তোরা জাগ্‌রে আজ সবে মিলি, থাকিস্‌নে আর ঘুমন্ত।
পূর্ব্বাকাশ পরিচ্ছন্ন, আবার যদি ফেরে অদৃষ্ট॥
ভাবিস্‌নে এমিছে স্বপন, নয় বিধির বিধান।
আয় সবে তবে কানপেতে শুন্‌বি সে মুক্তির গান॥

২-১২-২৮

(৩৯)

আজ এ সান্ধ্য সমীরণে, ঐ কুসুম কুঞ্জ ভবনে,
লতায়, পাতায় তৃণে যার ছবিটী ফুটে।
আমার দেশ, আমার জন্ম ভূমি সে যে॥

পথ, মাঠ, তরু, লতা, যার কাছে নেয় শোভা,
ছড়ায় তারকা হাসি যার আকাশে।
আমার দেশ, আমার জন্মভূমি সে যে ॥
নীরব প্রকৃতি কোলে, সব কায নিভে গেলে,
মধুর ছবিটী যার ধরায় উঠে ফুটে।
আমার দেশ, আমার জন্মভূমি সে যে ॥
ব্যাকুল এ আঁখি দ্বয়, যারে হেরে আকুল হয়,
আকাশ, পাহাড়, ভূধর, সাগর যার রূপটী ধরে।
আমার দেশ, আমার জন্মভূমি সে যে ।
মরমের সবতান, পারেনা ফুরাতে যার গান,
করুণায় যার আছি বেঁচে।
আমার দেশ, আমার জন্মভূমি সে যে ॥

২৬-১০-৩৭

(৪০)

আমার এ হৃদয়, হে দয়াময়!
কর সঞ্জীবিত দিয়ে উচ্চ প্রেরণা ॥
দেশ, জাতির মহিমা, প্রচারিতে বিশ্বে,
জাগে যেন আমার রসনা ॥
আমার এ অন্তর, যেন নিরন্তর,
দেশমাতার করে সাধনা ॥

সুখে, দুঃখে, বিপদে, আপদে,
লুপ্ত না হয় যেন সে কামনা ॥
নয়ন আমার, যেন অনিবার,
দেশের মূরতি করে ধারণা ॥
হিয়ার মাঝে, উৎসব করে,
উঠে বেজে যেন তার আরাধনা ॥
ভেঙ্গে দাও মোর, মোহ, মায়া ঘোর,
জাতির কাযে কর্‌তে শক্তি যোজনা ॥
জীবনে, মরণে, সকল রকমে,
দেশ, জাতিই যেন হয় সাধনা ॥
আমার এ হৃদয়, হে দয়াময় !
কর সঞ্জীবিত দিয়ে উচ্চ প্রেরণা ॥

৮-৬-১৬

(৪১)

তুমি অন্তর মম, কর মার্জ্জিত,
ওহে বিশ্বপতি !
জাতির কাযে, সব স্বার্থ ভুলে,
দাও প্রেরণা, কর্ম্মশক্তি ॥

হৃদয় মাঝে, সুষমা ছড়ায়ে,
দাও হীনতা, দীনতা নাশি ॥
তব মধুর পরশে, যাক্ মোহ কেটে,
ত্যাগ, সেবায়, উঠুক হৃদয় ভরি ॥
তুমি লুপ্ত কর, মোহ, মায়া, যত,
দীপ্ত করি প্রাণে উচ্চ আশা ॥
জাগ্রত কর, বর্দ্ধিত কর,
দেশের কাযে গরিমা বর্জ্জিত ভাষা ॥
তুমি অঙ্কিত কর, এ হৃদয় মাঝে,
দেশের মধুর, উজল কান্তি ॥
অন্তর মম, হোক্ উদার,
দেশের কাযে ঘুচে যাক্ ভ্রান্তি ॥
জনমে, জনমে, জাতির কল্যাণে,
সঞ্চার বাহুতে শক্তি ॥
দেশের কাযে, স্বার্থত্যাগে,
কভু দ্বিধা যেন না করি ॥
তুমি অন্তর মম, কর মার্জ্জিত,
ওহে বিশ্বপতি !

২২-১১-১৭

---

(৪২)

তোরা দেখ্ রে চেয়ে আজ সবাই জেগে।
নেইরে কেউ আর এমন অলসে বসে॥
শুধু স্বার্থ, দ্বেষাদ্বেষি, ধর্ম্মের খোলস্ নিয়ে।
তোরাই রয়েছিস্ ভবে সবার পিছে॥
এসেছিলি এভবে তোরা সবার আগে।
বিধিও দিয়েছিল রাজটীকা প্রথম তোদেরই ললাটে॥
তোরা হারিয়েছিস্ সে সব নিজ করম দোষে।
কতদিন আর এভবে থাক্‌বি অলসে॥
বেজেছিল গৌরবে এভবে সবার আগে।
তোদেরই বিজয়ডঙ্কা সে ভীষণ নিনাদে॥
সসাগরা ধরা কাঁপ্‌ত তোদের ত্রাসে।
তোদেরই শঙ্কা সবে কর্‌ত এ মরতে॥
মিশর. ইটালী, রুষ, গ্রীস, ব্রিটন।
জার্ম্মানী, ফরাসী, হল্যাণ্ড, ঘুমন্ত তখন॥
চীন, জাপান, পারস্য জাগেনি এমন।
লভিল জ্ঞান. সবে নিয়ে তোদেরই শরণ॥
আর্য্যনামে খ্যাত তোরা সেই প্রাচীন জাতি।
লঙ্কা করিল জয় রাম যেকুলে জনমি॥
সাগর সলীলে বাঁধি সেতু প্রস্তরে কৌশলে।
বধিল রাবণে রাখি অমর কীর্ত্তি ভূতলে॥

রণশ্রেষ্ঠ কুরুক্ষেত্র নেই তার তুলনা ভুবনে।
ভীষ্ম, দ্রোণ, ভীম, অর্জ্জুন যুঝিল অক্ষৌনি সনে ॥
সেথা সপ্তরথী সনে বালক যুঝি পরাক্রমে।
রাখিল যে কীর্ত্তি নেই তার তুলনা ভুবনে ॥
এমনই অসীম ছিল একদিন বাহুতে তোদের শক্তি।
আজ তোরাই নির্জ্জীব, আছিস্ বেঁচে নিয়ে ভেদবুদ্ধি ॥
জনমি আর্য্যকুলে তোদের মত কে আছে অকুলে ভাসি
ধিক্‌রে তোদের জীবন, শিক্ষা, বুদ্ধি, বিচার শক্তি ॥

২-৮-২৫

(৪৩)

সে সৃজন প্রভাতে এ ধরণী মাঝে।
ধরিল মানব কায়া প্রথম যবে ॥
ছিলনা তখন জ্ঞান, গরিমা।
অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন ধরা ॥
রেখেছিল ঢাকি অজ্ঞান আঁধার।
বিদ্যা, বুদ্ধি, মানব গুণসব ॥
জ্ঞান, গরিমা, ত্যাগ, শিক্ষা।
নীতি, শাস্ত্রহীন ছিল তারা ॥

সবার আগে জাগিল এ ভারত।
বিতরি ধরায় জ্ঞানের আলোক ॥
চরণে তার হ'ল প্রণত।
লভি জ্ঞানালোক বিশ্ববাসী যত ॥
হিমাদ্রি হ'তে ভেদী পঞ্চনদ।
ধ্বনিত হ'ল বেদ, তন্ত্র সব ॥
সে আর্য্য চরণে নিয়ে শরণ।
লভিল বিশ্ব নীতি, শাস্ত্র, করম ॥
পুণ্য সেইদেশ! ধন্য সেই নর।
বিতরিল ধরায় যারা এমন বিভব ॥
তাদেরই সন্ততি তোদের এ দুর্গতি।
ঘুচ্‌বে না কভু না গেলে ভেদবুদ্ধি ॥

৩-৮-২৫

(৪৪)

স্বার্থত্যাগ, সর্ব্বস্বপন, বিনে এ মন্ত্র আরাধন।
লভেছে কোন্‌জাতি বিশ্বে তার বাঞ্ছিত ধন?
ক্ষুদ্র কামনা নয় সে একটা জাতির উত্থান।
লভেছে সবাই বিশ্বে করি তার তরে বিরাট দান ॥

যুগ, যুগ করি সবে পরকীয় ভাবে ভাবনা।
লাভ হয়নি কি তোদের শুধু আত্মপ্রবঞ্চনা ?
হবেনা, হবেনা পূর্ণ কভু তোদের এ কামনা।
জাতীয়ভাব ছাড়ি যদি পর ভাবে করিস ভাবনা ॥
পূর্ণাহুতি বিনে হয় কি কভু যজ্ঞ সমাপন ?
মহা যজ্ঞের নয় কি তোদের এ আয়োজন ?
মাতৃযজ্ঞের আহুতি সে যে সর্ব্বস্ব পন।
পারিস যদি তখন করিস্, নয় এখন ॥
দেখ্ রে তোরা খুঁজে সবে অন্তর আপন।
দিনান্তে দেশের তরে হয়কি ফোঁটা অশ্রুপতন ॥
অন্তর মাঝে জাগ লে অদম্য বাসনা, উদ্যম।
নেই বিশ্বে এমন শক্তি করে তা বারণ ॥
জাগেনি, জাগেনি হৃদে তোদের সে অদম্য বাসনা।
জাগ্ লে এমন অলস হয়ে তোরা থাকতি না ॥
বাক্যচ্ছটা, বক্তৃতার চলে গেছে আজ সে দিন।
এতকাল সে সব করি যে তোরা সেই হীন ॥
এখন আছে তোদের কায, শুধু কায, নয় মুখের বুলি।
সাচ্চা কায করে যারা তারা খোলে কি মুখের ঠুলি ?
বরষ পরে আজ তোরা সবে হয়েছিস্ মিলিত।
এ মিলন হবে সার্থক, যদি সবে কর্ম্ম করিস্ ব্রত ॥

৯-১২-২৮

---

(৪৫)

একদিন তোরাও এ ভবে জেগেছিলি গৌরবে।
বীরের জাতি তোরাও বাঙ্গালী যে ॥
ছিল অসীম শকতি উদার প্রকৃতি।
ধরায় না ছিল কেহ রোধিতে তোদের গতি ॥
ছিল না এ বাংলায় বিদেশী তখন।
বাঙ্গালীর যশ, কীর্ত্তি ছাইল ভুবন ॥
হিমবিমণ্ডিত ঐ উর্দ্ধে হিমাচল।
সাগর চুম্বিত নিম্নের দেশ সকল ॥
পরাক্রমে সব করি করগত।
স্থাপিল পাটলী পুত্রে "নাগবংশ" বাঙ্গালী সাম্রাজ্য ॥
কাশ্মীর, অযোধ্যা, সুদূর নাগপুর, কোশল।
মায়াপুর, মথুরা, তাদের ছিল শাসিত সকল ॥
শত, শত যুগ করি গৌরব মণ্ডিত।
পরাক্রমে শাসিল ভারত সেই "নাগ বংশ" ॥
* "কর্কটনাগের" ধারা, তারা "বারেন্দ্র কায়স্থ"।
আর্য্যাবর্ত্ত সমগ্র তাদের ছিল করগত ॥
সুর, পাল, সেন ধারার যত নরপতিগণ।
লভিল তারাও যবে এই বাংলার সিংহাসন ॥

*"কর্কোটকস্য নাগস্য দময়ন্ত্যা নলস্য চ।
ঋতুপর্ণস্য রাজর্ষেঃ কীর্ত্তনং কলিনাশনম্ ॥

তারাও করিল বাংলায় সাম্রাজ্য স্থাপন।
পরাজিত করি যত অরি অগণন ॥
ছিল রাজধানী তাদের ঐ গৌড় নগরী।
আজও রেখেছে ধ্বংসস্তূপে যত পূর্ব্বস্মৃতি ধরি ॥
বহিত সে সেথা জাহ্নবী, স্বচ্ছ স্বরস্বতী।
কালের কবলে আজ হ'য়েছে সমাধি ॥
দুর্ভেদ্য প্রাচীর আর পরিখা বেষ্টিত।
ছিল সে নগরী সদা শত্রুর অজেয় ॥
প্রাসাদ নিম্নে তার সুড়ঙ্গ গভীর।
ছিল সংযোজিত জাহ্নবী সহিত ॥
ষষ্ঠভাগ শস্যের তখন কর নিত রাজা।
বিরাজিত শান্তি প্রজার গৃহে সদা ॥
ধন, ধান্য পূর্ণ তখন ছিল এ বাংলা।
দুর্ভিক্ষ, মড়ক, কভু ছিল না সেথা ॥
বাংলার বাসী ছিল শুধু বাঙ্গালী তখন।
ঘরে ঘরে ধনী কেহ ছিলনা নির্ধন ॥
ছিল বাণিজ্য জাতির প্রধান করম।
"সোণার বাংলা" নাম হ'ল তখন ॥
হায়! স্বপনের মত মনে জাগেরে সেদিন।
সে "সোণার বাংলা" আজ শ্মশানে লীন ॥
নাহি জোটে অন্ন, যত ব্যাধিতে মলিন।
গৃহকলহে বাঙ্গালী সব জাতির হীন ॥

১৩-৪-২৬

---

(৪৬)

ধন, ধান্যে বরেণ্য ভুবনে, সুরম্য এমন আর কোন দেশ ?
আটকোটী সন্তান মা বলি যার জুড়ায় সবে প্রাণের খেদ॥
মুখরিত করি তপোবন তার হ'ল উত্থিত যুগ যুগ কত নিদেশ।
দেশ, বিদেশে পূজিত সবার আমার জন্মভূমি সে "বাংলাদেশ" ॥
শস্যশ্যামলা ধরণী তার বিতরে অন্ন দেশ, বিদেশ।
বহন করি অগণ্য পণ্য আজও অর্ণব ধায় পাশ্চাত্য দেশ ॥
যুগ যুগ ধরি বেষ্টনকরি আছে হিমাদ্রি তার ললাট দেশ।
বিধৌত করি পদতল তার বয় সাগর নিম্ন প্রদেশ ॥
পবিত্র করি ধরিত্রী তার বয় জাহ্নবী শত ধারায়।
শীত, গ্রীষ্মে রবির কিরণ নাশে সব ক্লেশ সেথায় ॥
মধুর বসন্তে, মলয় হিল্লোলে সুন্দর এমন প্রকৃতি কোথা ?
নবীন পত্রে, ধরণী বক্ষে ফল, ফুলে শোভে তরু, লতা ॥
শীতলকরি তাপিত প্রকৃতি ঢালে কোথা মেঘ নিদাঘে বারি ?
শুষ্ক জলাশয় জলপূর্ণ হয়, কৃষকে রোপে ধান্য রাজি ॥
জনমিতে শস্য চয়, সেথা নাহি প্রয়োজন জলাশয়।
মধুর প্রকৃতি উদার অতি, গ্রীষ্ম, বর্ষায় বারি যোগায় ॥
শরত আকাশে তারকা ছড়ায়ে হাসে কোথা এমন বিমল চাঁদ।
চাতক উড়ে শূন্যে মিশে যায়, চাঁদের সুধায় মিটাতে সাধ ॥
যুগে যুগে এই বঙ্গ প্রসবিল কত যে রত্ন।
বিশ্বব্যাপী খ্যাতি তাদের করিল দেশ ধন্য ॥

কোথায় এমন স্বদেশ প্রীতি দেশের লোক সবে মিলি।
পরাত সম্রাটের মুকুট যোগ্য যে তারে, জাতি, ধর্ম্মের কথা ভুলি ॥
শত শত বিপ্লব কোথায় পারেনি স্পর্শিতে জাতির কেশ।
দেশ, বিদেশে পূজিত সবার আমার জন্মভূমি সে বাংলাদেশ ॥

৮-২-২৬

(৪৭)

তোরা দেখ্‌রে চেয়ে আটকোটী সন্তান।
সোণার বাংলা আজ হ'য়েছে শ্মশান ॥
পেটে নাহি অন্ন, ব্যাধি, জরাজীর্ণ।
ঘিরেছে এ জাতি যত দুঃখ, দৈন্য ॥
এই বাংলায় এসে ধরার সব দেশবাসী।
নিতেছে সবে তার ধন, ধান্য গ্রাসী ॥
তাদেরই দ্বারে ক'রে গোলামী।
যত অপমান আজ সয় বাঙ্গালী ॥
নগরে কি গ্রামে ব্যবসার নামে।
তারা লুটে নেয় সর্ব্বস্ব, বাধা না শুনে ॥
জনমিয়ে শস্য অনাহারে মরে।
বাংলার কৃষক প্রতি ঘরে, ঘরে ॥

কে আছে বাংলায় তাদের মুখ চায় ?
মরমের জ্বালায় তাদের বুক ফেটে যায় ॥
বাঙ্গালী তোরা সবে হ'লে এক প্রাণ।
এদুঃখ তোদের তবে হবে অবসান ॥
বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, সাহস, কৌশল।
তোদের মত ধরায় কার আছে বল ?
তবু কেন আছিস্ হয়ে মেষ শাবক দল।
ধিক্‌রে ! তোদের বিচার, বুদ্ধি, বল ॥
একবার দেখ্ ভেবে তোরা যে তাঁদেরই সন্তান।
বিতরিল ধরায় যাঁরা বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ॥
বেদ, পুরাণ কি ইতিহাস যুগে।
বিজয় নিশান তাদের উড়িত এই বঙ্গে ॥
নয় সামান্য, সে চারি সহস্র বর্ষ আগে।
প্রতীচ্যের অভ্যুদয় যবে হয়নি এভবে ॥
তখনও এই সারা বাংলা জুড়ে।
রাজত্ব করিত বাঙ্গালী সুখে ॥
মগধ, মিথিলা, রাঢ়, গৌড়, পৌণ্ড্র।
অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ছিল তাদের শাসিত ॥
ছিল এই বঙ্গে বীর নাম তার "দাতাকর্ণ"।
অদ্বিতীয় পরাক্রম, রাজ্যের নাম ছিল অঙ্গ ॥
দানের তুলনা তার নেই এ ভুবনে।
অতিথি সৎকারে কে বধে সন্তানে ?

ঐ মগধের রাজা ছিল জরাসন্ধ।
বিক্রমেতে যার "যাদবেরা" ত্যজিল বঙ্গ ॥
পরাক্রমে করি রণ পাণ্ডব সনে।
রাখিল বাঙ্গালী কীৰ্ত্তি অমর এ ভুবনে ॥
এই বাংলায় অভ্যুদিত হয়েছিল "নাগবংশ"।
পুরাণ বিদিত তারা "বারেন্দ্র কায়স্থ" ॥
ছিল আৰ্য্যাবর্ত্তের তারা সম্রাট একচ্ছত্র।
অযোধ্যা, মথুরা, কাশ্মীর ছিল রাজ্যভুক্ত ॥
রাজধানী তাদের ছিল পাটলীপুত্র।
শত শত বরষ তারা এই ভারত শাসিল ॥
পরাজিত করি সেই "নাগ" পরাক্রান্ত।
হ'ল উদিত বাংলায় "মৌৰ্য্য," "গুপ্তবংশ"।
ভাতিল সে "গুপ্ত" রবি যবে মধ্যাহ্ন গগনে।
সমকক্ষ কেহ তাদের ছিল না ভুবনে ॥
স্থাপিত করি বাংলায় বিশাল সাম্রাজ্য।
রাজত্ব করিল সেথা সেই "মৌৰ্য্যবংশ" ॥
ছিল সম্রাট শ্রেষ্ঠ তার নাম "চন্দ্রগুপ্ত"।
ভুবন বিদিত যার মন্ত্রী চাণক্য ॥
পদাতিক সেনা তার ছিল অষ্টলক্ষ।
সমর জিনিতে তারা সবে দক্ষ ॥
অশ্বারোহী, পদাতিক, অগণ্য নৌবাহিনী সহ।
গ্রীকসনে সম্মুখরণে হেলায় সমর জিতিল ॥

ছিল বাংলারই সম্রাট তারা সুর, পাল, সেন রাজাগণ।
অমিত বিক্রমে তাদের তখন কাঁপিত ভুবন॥
যার্দ্ধ দুই সহস্র বরষ আগে।
নয় বহুদূর সে ঐ সিংহারণ তীরে॥
ছিল বাঙ্গালী রাজা সেথা নাম তার "বিজয়"।
রাখিল অমর কীর্ত্তি বিক্রমে ধরায়॥
সাতশত মাত্র নিয়ে অনুচর।
দুর্জ্জয় সাহসে হ'ল সাগর পার॥
উত্তরিল সবে তারা সুদূর লঙ্কায়।
হেলায় করিল সে দেশ বিজয়॥
"প্রতাপাদিত্য" আর "সীতারাম" রায়।
তারাও জন্মেছিল এই বাংলায়॥
মোগল সম্রাটে করি পরাজয়।
গঠিল স্বাধীন রাজ্য তারাও বাংলায়॥
ভারতসাগরে গিয়ে বাণিজ্য তরে।
গঠিল বাঙ্গালী উপনিবেশ যব, মালয়ে।
ঐ নবদ্বীপ ধামে জনমি শ্রীচৈতন্য।
প্রচার করিল বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম্ম॥
আর্য্যাবর্ত্তব্যাপী উঠিল তার রোল।
হ'ল শিষ্য কলিঙ্গ, উৎকল, সিংহল॥
পরাজিত করি দ্রাবিড়গণ।
করিল বাঙ্গালী কলিঙ্গ গঠন॥

এই বাংলারই বণিক করিল একদিন।
বাণিজ্যে জয় রুষ, আরব, পারস্য, চীন ॥
জন্মেছিল বাংলায় মহাযোগী বুদ্ধ।
চীন, জাপান, যার আজও শিষ্য ॥
বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, পরে সাধক "রামকৃষ্ণ"।
সাধনার বলে হল অবতারে গণ্য ॥
প্রিয় শিষ্য তার স্বামী "বিবেকানন্দ"।
প্রচারিল ধরায় কর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব ॥
প্রাচ্য, প্রতীচ্য, সুদূর "যুক্তরাজ্য"।
লভিল চরণে তার সবে শিষ্যত্ব ॥
"রামমোহন" আর "কেশবচন্দ্র"।
প্রচারিল তারা ধরায় "ব্রাহ্মধর্ম্ম" ॥
ছিল দুজনেই তারা বাগ্মীশ্রেষ্ঠ।
বাগ্মীতায় তাদের হ'ল বিস্মিত বিশ্ব ॥
জনমি এই বাংলায় "দেশবন্ধুদাস"।
শিখাল মানবে দেশ সেবা, ত্যাগ ॥
পুণ্য হয়েছে ভূমি এই বাংলার।
জাগিবে আবার, সে জাগিবে আবার ॥

১-১১-২৬

---

(৪৮)

তোমরা ভাব যা প্রগতি ব'লে।
নয় যে তা কভু কোনকালে॥
জাতির কৃষ্টি, বৈশিষ্ট হারিয়ে।
হয়েছে বড় কোন জাতি, কোন দেশে?
চাও যদি হ'তে বড় এ বিশ্বে।
হবে না তা অনুকরণে প্রতীচ্যে॥
মানুষ প্রয়াসে যাবে না ভেদ প্রাচ্যে, প্রতীচ্যে।
যুগ যুগ প্রকৃতি যা তাদের স্বভাবে গড়েছে॥
ছেড়ে পোষাক, সমাজ, তার বাহ্যিক কায়া।
কর অনুকরণ প্রতীচ্যের সাহস, শৌর্য্য, কর্ম্মধারা॥
মৃত এ জাতি পাবে নূতন সাড়া প্রতি কাযে।
হবে উচ্চ আবার শির তার এ বিশ্ব মাঝে॥

২৯-১২-৩৫

---

(৪৯)

১

নামে যার ধন্য মানব, কীর্ত্তিগাথা বিদিত ভূলোক।
বিস্মিত যার করিল শৌর্য্য সসাগরা ধরা, সমগ্র লোক॥
পুণ্য মোদের মাতৃভূমি ধরায় স্বর্গ সেই চিতোর।
চলো সবে আজ আহবে হ'য়েছে চিতোর অবরোধ॥

২

উচ্চ তার গরিমা শির, শিখাল বিশ্বে চালনা অসির।
বীরত্ব তার তুলনা অতীত, অসহায়ে রণে করেনা অধীর ॥
নামে যার ধন্য মানব, কীর্ত্তিগাথা বিদিত ভূলোক।
বিস্মিত যার করিল শৌর্য্য সসাগরা ধরা, সমগ্র লোক ॥
ইত্যাদি

৩

ব্যর্থ কর্‌তে অরির রোধ, ভাঙ্গ্‌তে তার গরিমা, রোষ।
সঁপিতে প্রাণ সমরে লোক, শিখাল বিশ্বে সেই চিতোর ॥
নামে যার ধন্য মানব, কীর্ত্তিগাথা বিদিত ভূলোক।
বিস্মিত যার করিল শৌর্য্য সসাগরা ধরা, সমগ্র লোক ॥
ইত্যাদি

৪

নর, নারী ধরি কৃপাণ, শত্রু রক্তে সবে করি স্নান।
রাখ্‌ল চিতোর জাতির মান, করি জাতির তরে সর্ব্বস্ব দান ॥
নামে যার ধন্য মানব, কীর্ত্তিগাথা বিদিত ভূলোক।
বিস্মিত যার করিল শৌর্য্য সসাগরা ধরা, সমগ্র লোক ॥
ইত্যাদি

৫

স্বামী, পুত্র গেছে সব, নেই তাতে কিছু ক্ষোভ।
(আজ) আর্য্যনারী! রাখ কীর্ত্তি স্মরি তোমার সে গৌরব ॥
নামে যার ধন্য মানব, কীর্ত্তিগাথা বিদিত ভূলোক।
বিস্মিত যার করিল শৌর্য্য সসাগরা ধরা, সমগ্র লোক ॥
ইত্যাদি

"হুমায়ুন"

---

(৫০)

১

জাগ্রত করি ধরা তমসাবৃত,
বিতরিল জ্ঞানালোক যবে ভবে "আর্য্য",
ধরাবাসী নর হ'ল তাদের চরণে প্রণত,
বন্দিত, কীর্ত্তিত করি (সে) আর্য্য গরিমা উচ্চ ॥

২

গভীর তমসা, নিবিড় সে রাত্রি,
একাকী তারা, নাছিল দোসর যাত্রী,
হৃদে দিব্য জ্ঞান, হাতে তীক্ষ্ণ অসি,
হেলায় করিল জয় তারা বিশ্ববাসী ॥

৩

তাদেরই সন্তান এই রাজপুত জাতি,
জীবনে কামনা যাদের নাহি বিনে অসি,
স্থাপিল "রাজস্থান" তারা বিতাড়ি অরি,
শৌর্য্য গরিমায় শির আছে উচ্চ করি ॥

৪

সমভাবে নর, নারী ধরি সবে অসি,
রেখেছে জাতির মান এমন বিশ্বে কোন জাতি ?
এমন দেশ, কুল, ধন্য করি, যুগে যুগে নাশি অরি,
কোথা প্রমাণ ক'রেছে নারী, শক্তি অংশ সব নারী ?

৫

কেশ, বেশ, বিলাসিতা, তুচ্ছ এ সব নারীর শোভা,
পায়ে ঠেলি কেবা কোথা, (এমন) ক'রেছে দেশ সেবা,
হাসিমুখে সারি সারি, চিতানলে দেহ সঁপি,
(এমন) ধন্য ক'রেছে জাতি কোন্ দেশে আর নারী ?

৬

(আজ) জয় আশা গেছে চলি, (তবে) বৃথা কেন এদেহ ধরি ?
এসো সবে চিতানলে দেহ ত্যজি, রাখি আর্য্যনারীর কীর্ত্তি,
আবার আসিব মোরা, ধন্য করিব ধরা.
আবার সঁপিব প্রাণ জাতির মঙ্গল লাগি ॥

"হুমায়ুন"

(৫৯)

১

মুছে যাক্ আজ এ ধরণী হ'তে,
ঘুমন্ত ভারতের সে ছবি খান,
বিলুপ্ত হোক চিরতরে,
অবসাদময় তার বিমর্ষ বয়ান ॥

অাঁধার হৃদয় উজল ক'রে,
জাগুক নূতন আশা, নবীন প্রাণ,
জাতির কাযে, স্বার্থত্যাগে,
উঠুক ভরে এ জাতির প্রাণ ॥
ভারত জননী ! পড়ে কি মনে একদা লভেছিলে বিশ্বে শীর্ষস্থান।
ছিল শৌর্য্য তোমার ভুবন বিদিত, যশের মালা পর্‌ত হিন্দুস্থান ॥

২

সে জাগ্রত দেহে আসুক ভেসে,
অতীতের সব গৌরব গান,
লুপ্ত গরিমা যাক্ ধুয়ে,
জাগুক নূতন সাড়া, নবীন প্রাণ ॥
উজল হ'য়ে ভারত আকাশে,
হোক দীপ্ত বালার্ক ঊষার রক্তিম রাগ,
বিস্মৃতির জলে যাক্ ধুয়ে ,
অতীতের যতেক হতাশ ॥
ভারত জননী ! ইত্যাদি

৩

দীপ্ত হোক্ জাতির কাযে,
অবসাদ মুক্ত সবার প্রাণ,
স্বার্থ, মোহ, যাক্ দূরে সরে,
হোক্ তামসী এ নিশা অবসান ॥

উঠুক জেগে, বিভোর হ'য়ে,
আজও স্বার্থ, মোহে, যাদের প্রাণ,
ভারত আকাশ আবার ছাইবে,
যশের রবি, পূর্ব্ব সম্মান ॥
ভারত জননী! ইত্যাদি

"মোগল অদৃষ্ট"

---

(৫২)

এখনও হয়নি বেলা অবসান।
একতায় কর সবে পথের সন্ধান ॥
আঁখি মেলি দেখ চেয়ে, সুদূর ঐ অতীতে।
উড়েছিল কার আগে বিজয় নিশান ॥
ভাসে তরি খরস্রোতে, লহরমালা ভেঙ্গে চূড়ে।
বাঁধ তারে কুলে এনে, রাখ জাতির মান ॥
ঐ নিশার আঁধার ঘনিয়ে আসে, ঝঞ্ঝাবায়ু সুরু হবে।
যাবে তরি কোথায় ভেসে, পাবেনা সন্ধান ॥

"হুমায়ুন্"

---

(৫৩)

যেয়োনা চলে, যেয়োনা জননী! এসে বাংলায় তিন দিন থেকে।
হয় নি যে পূজা তোমার, ছিল সবে শুধু আমোদে মেতে॥
ধূপ, ধূনো, ভোগ, নৈবিদ্যে তাদের ভাবে তোমায় তুষ্ট করতে।
নও যে তুমি ভোগের প্রিয়, একবারও তা মনে না ভেবে॥
ভাবেনা তারা নিয়েছ কি কারও পূজা তুমি কভু স্বার্থবলি বিনে।
হ'ল সার্থক রামের পূজা যখন দিল সে পদ্ম আঁখি অর্ঘ্য রূপে॥
এই বাংলা তোমার বোধন ভূমি, বরষে বরষে আস তুমি।
দুঃখ, দৈন্য, স্বার্থে ঘেরা এমন ধরায় আছে আর কোন্ ভূমি?
পূজায় তুমি তুষ্ট হ'লে থাকে কি সেথা দৈন্য কোন কালে।
দরিদ্রতা এ বাংলা জুড়ে, কেমনে বলি তোমার পূজা হয়েছে॥
৭-১০-৩২

(৫৪)

যুগ যুগ হ'তে মা! তুমি করছ বাংলায় আসা, যাওয়া।
তবু ঘুচ্‌ল না বাঙ্গালীর মিছে অভিমান, দরিদ্রতা॥
হ'লনা বিকশিত প্রাণে তাদের কভু উদারতা।
জাতির তরে স্বার্থত্যাগ, ভাবে, কর্ম্মে জাতীয়তা॥
মহাশক্তি তুমি, পূজ্‌লে তোমায় দেবী কি প্রকৃতিরূপে।
জাগে শক্তি হৃদয় ভ'রে, দুর্ব্বলতা যায় সরে॥

হয়নি ব্যর্থ এ ধ্রুব সত্য আর কোনও দেশ, কোনও কালে।
ধ্বংসোম্মুখ এই বাংলা আর বাঙ্গালী বিনে ॥
সরিয়ে নাও মিছে আত্মাভিমান এ জাতির হৃদয় হ'তে।
ফুটুক চোখ তাদের, দেখুক চেয়ে এ বিশ্বে তারা কত নীচে ॥

২২-১০-৩৬

(৫৫)

যদি এসেছিস্ ধরায় আজ তুই মহাশক্তি।
দয়া করে কর রক্ষা মরণোম্মুখ এই বাঙ্গালী জাতি ॥
শৌর্য্যে, জ্ঞানে জয় করেছিল একদিন যারা বিশ্ববাসী।
তাদেরই সন্তানের দেখ্ আজ হয়েছে কি ঘোর দুর্গতি ॥
সর্ব্ব শক্তির আধার যুগে যুগে যাদের তুই মা ভগবতী।
সেই বাংলার সর্ব্ব ক্ষেত্রে বাঙ্গালী আজ পরমুখাপেক্ষী ॥
অবাঙ্গালী হ'য়েছে আজ বাংলার সর্ব্বত্র অধিবাসী।
হারিয়ে বৈশিষ্ট্য আছে তারা (শুধু) অনুকরণে মাতি ॥
গৃহে নাহি অন্ন, বিলাসিতায় মগ্ন, ধর্ম্মের খোলস নিয়ে
কে করে এমন বাড়াবাড়ি।
ক্ষুদ্র স্বার্থে মগ্ন, অন্তঃসার শূন্য, কেমনে হবে বল্ এ জাতির মুক্তি ॥
বরষ পরে তুই আসিস্ ভূতলে তোর ঐ সোণার স্বরগ ছাড়ি।
ভক্তের পুরাতে বাসনা, ত্রাসিতে দিতে অভয় দশভূজ তুলি ॥

ভোগ, বলি, তামসিকতায় সবে থাকে তারা তোরে পাশরি।
জাতির মুক্তির তরে কেউ দেয় না অর্ঘ্য নিজ বুক চিরি॥
দীপ্ত কর্ মা! ক'রে ক্ষমা, হৃদয়ে তাদের শত যুগের বিলুপ্ত ভক্তি।
আশীষে তোর হোক্ সঞ্চার বাঙ্গালীর বাহুতে অসীম শক্তি॥
জাগুক আবার মুমূর্ষ এই জাতি নবজীবন লভি।
গৌরবে তার ভরুক্ বিশ্ব, ঘুচুক্ নির্জ্জীব অখ্যাতি॥
১৮-১০-৩১

(৫৬)

বরষ পরে আজ যদি এসেছিস্ দশভূজে!
দয়া করে দে শক্তি বাংলার ঘরে ঘরে॥
যুগে যুগে করি শক্তি পূজা, বল্ কেমনে লভিল বাঙ্গালী এ দীনতা।
অন্তরে, বাহিরে অসারতা, ধ্বংসন্মুখ এ জাতি বল্ দাঁড়ায় কোথা॥
যুগ, যুগান্তরে যে করেছে তোর পূজা, কখনও হয় নি তা বৃথা।
নাশিতে অধর্ম্ম, অনাচার ধরায়, হয়েছিস তুই আবির্ভূতা॥
করি পূজায় তোরে তুষ্ট, দেবরাজ লভিল হৃত স্বর্গ।
নাশিলি তুই মহিষাসুর, করি সুরলোক নিঃশঙ্কিত॥
অর্ঘ্য দিয়ে তোরে নীল পদ্ম, অসাধ্য রাম করিল সাধ্য।
হল অমরত্ব তিরোহিত, সবংশে রাবণ নিহত॥

কংসনারায়ণ যবে পূজে, এনেছিল বঙ্গে তোরে দুর্গে।
সেই অবধি বাংলার ঘরে, ঘরে আশ্বিনে সবে তোরে পূজে ॥
আজও আছে সেই বাংলা, ঘরে, ঘরে শরতে তোর পূজা।
তবু গেল না বাঙ্গালীর জড়তা, আত্মবিস্মৃতি, দরিদ্রতা ॥
ভেবে ভেবে হ'লেম সারা, একবার মুখ তুলে তুই চা দশভূজা।
কেটে যাক্ এ ঘোর অমানিশা, জাগুক আবার সোণার বাংলা ॥

২৩-১০-২৮

(৩৭)

১

(দেশবন্ধুর উদ্দেশে)

আস্‌বেন তিনি, গেছেন যে ব'লে,
বিজয়ী হ'বেন স্বরাজ সমরে ॥
যুগ, যুগ ধ'রে, দেশ হিত তরে,
আস্‌বেন তিনি গেছেন বলে ॥
গেছেন তিনি, অমর ধামে,
সেথা দেব আশীর্ব্বাদ লভিতে ॥
হ'য়ে পূর্ণসাধ, আস্‌বেন ফিরে,
নিশ্চয় স্বরাজ লাভ হবে ॥

ভেবনা এ মিছে স্বপন, তাঁর কথা মিছে হয় কি কখন ?
আর থেকনা তোমরা ক্ষোভে ॥
হ'য়োনা কাতর, শোকেতে বিভোর,
এ দুখ নিশি ভোর হবে ॥
উদিবে আবার, ভারত গগনে,
বিজয় রবি দীপ্ত গৌরবে ॥
শুভাশীষ শিরে, সুর লোক হতে,
আস্‌বেন তিনি গৃহে ফিরে ॥
ত্যজ দ্বেষাদ্বেষি, সবে ভারতবাসী,
হও দৃঢ় পণ স্বরাজ লাভে ॥

৪-৮-২৫

(৩৮)

স্বাস্থ্যলাভ আশে, সুদূর শৈল প্রবাসে,
গেলেন দেশপূজ্য নেতা যবে।
হ'লে ভগ্ন স্বাস্থ্য কারাবাসে ॥
ভেবেছিল মনে, বাঙ্গালী জনে, জনে,
ফির্‌বেন গৃহে তিনি সুস্থ দেহে।
জয়ী হবেন স্বরাজ সমরে ॥

নিশার স্বপন সম, সে আশা হ'ল বিভ্রম,
বরিষার ঘন গগনে না গরজিতে।
পড়িল আচম্বিতে বাজ বাংলার শিরে ॥
আষাঢ়ের দ্বিতীয় দিন, রবে স্মরণীয় চিরদিন,
বাংলার ইন্দ্রপাত হ'ল এ ধরায় যবে।
সুদূর হিমাদ্রির হিমানী প্রদেশে ॥
জন্মিলে মরিতে হয়, মরণ কভু জেয় নয়,
নিস্তার নাহিক কারও মৃত্যু হাতে।
নেই ব্যতিক্রম কভু, কোনকালে ॥
কিন্তু মৃত্যু পরে ঘরে, ঘরে, এ মরতে সবে যারে পূজে,
সেই নর হয় শুধু মৃত্যুজয়ী ভবে।
থাকি স্মৃতিমাঝে সবার অমর হ'য়ে ॥
বাংলার যিনি "চিত্ত", তাঁর দেহ নয় অনিত্য,
আছে প্রয়োজন তাঁর ঐ সুরলোকে।
জাগাতে দেশপ্রীতি অলক্ষ্যে ঘরে, ঘরে ॥

৫-৮-২৫

(৫৯)

সম্বর, সম্বর শোক, শোকার্ত্ত বাংলার লোক,
ক'রনাক শক্তি ক্ষয় মিছে শোকে।
ত্যাগে দধীচি সম, ত্যজেছেন "চিত্ত" নরদেহ,
করি জাতি গঠন, অমর কীর্ত্তি রেখে ॥

দেবগণ হ'য়ে তুষ্ট, দিলেন তাঁরে অমরত্ব,
জরা, মৃত্যু পারে কি তাঁরে পরশিতে ?
অলক্ষ্যে কর্ত্তব্য সাধনে, গেছেন তিনি মহাপ্রয়াণে,
হয় কি কভু সে দেহ ভস্ম চিতানলে ?
লভিতে পূর্ণ স্বরাজ, ত্যাজেছেন তিনি জীর্ণবাস,
শিখায়ে ত্যাগ জাতি মাঝে ॥
যুগ যুগের সুপ্ত জাতি, জাগে কি আসস্য ত্যাজি,
হেন মহৎ আদর্শ বিনে ॥

৫-৮-২৫

(৬০)

(দেশপ্রিয়ের উদ্দেশে)

এসো, এসো বীর, এসো ত্বরা করি,
ঐ শোন বাজে স্বরগে দুন্দুভি ॥
উন্মুক্ত আজ, স্বরগের দ্বার,
পুষ্পমালায় অপরূপ ধরি ॥
ঐ সজ্জিত তোরণ দ্বারে, সমবেত আজ সবে,
হ'য়েছে যত দেবগণ ॥
প'রাতে তব শিরে, বিজয় মালাটী হাতে,
করতে তোমায় দেবত্বে বরণ ॥

এম্নি নয় বর্ষ আগে, জাতিরে সর্ব্বস্ব দিয়ে,
স্বরগে এ'ল যবে ভারত গৌরব "চিত্তরঞ্জন" ॥
বরষি পুষ্পধারা, স্বরগের দেবতারা,
প'রাল মুকুট শিরে করি সম্ভাষণ ॥
প্রিয়শিষ্য তুমি তার, কর্‌লে উজ্জ্বল মুখ বাংলার,
জাতির মঙ্গল তরে করি অক্লান্ত রণ ॥
মৃত্যুর কালিমা ছায়া, পারে কি স্পর্শিতে তব কায়া ?
পুণ্য জীবন তব ত্যাগে জাতির লাগি ॥

৭-৮-৩৫

স্বপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার রায়ের প্রণীত পুস্তকাবলী

(১) মোগল অদৃ

ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

(রঙ্গমঞ্চে অভিনীত)

(দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্রই বের হবে)

নাদিরশার ভারত আক্রমণ ও তৎকালীন মোগল দরবারের নিখুঁত চিত্র ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে স্বপ্রসিদ্ধ নাট্যকার এই নাটকে অতি দক্ষতার সহিত অঙ্কণ করেছেন। প্রারম্ভ হ'তে শেষ পর্য্যন্ত রোমাঞ্চকর ঘটনার ঘাত ও প্রতিঘাতে, নাটকীয় চরিত্র অঙ্কণের সৌন্দর্য্যে, অতি উচ্চ ধরণের ভাষা ও ভাবের সমন্বয়ে এবং শ্রেষ্ঠতম সঙ্গীতের প্রাচুর্য্যে ইহা একখানি শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটক। এই নাটকের গান-গুলি রচনা মাধুর্য্যে অতুলনীয়। স্বন্দর এণ্টিক কাগজ ও মলাট। মূল্য ১॥০ টাকা।

১ম সংস্করণ সম্বন্ধে সংবাদপত্রের অভিমত ঃ—

"Bengalee" :—"......has produced a drama, both vigorous and stirring......has shown good deal of originality. We congratulate the author on his successful literary venture in the region of Bengali drama."

"Herald" :—"......As a piece of dramatic literature, the play is pre-eminently an artistic one. Has shown considerable skill in the treatment of characters....... We can assure that the success of the play is beyond dispute and surely a successful career awaits it."

(২) হুমায়ুন (শীঘ্রই বের হবে)

(ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক)

এই নাটকখানি সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকারের শ্রেষ্ঠ অবদান এবং নাট্য জগতে যুগান্তর আন্‌বে ইহা নিঃসংশয়ে বলা চলে। ইহার রচনা মাধুর্য্য, চরিত্র অঙ্কণ ও সঙ্গীত সংযোজনে নাট্যকার অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সুন্দর এণ্টিক কাগজ ও মলাট। মূল্য ১॥০ টাকা।

প্রেম, সামাজিক ও ব্যঙ্গরসাত্মক ৩২৫টী গান সমন্বিত

(৩) গীতিকা (শীঘ্রই বের হবে)

নূতন ভাব, উচ্চাঙ্গের ভাষা ও শ্রেষ্ঠ কবিত্যের সমাবেশে এই বইখানি অতুলনীয় এবং বাংলা সাহিত্যে শীর্ষস্থান অধিকার কর্‌বে তা নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে। অনেকগুলি গানে প্রেমের সম্পূর্ণ নূতন ভাব ও স্বরূপ উদ্ঘাটিত ক'রে কবি অসাধারণ প্রতিভা ও মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। উৎকৃষ্ঠ এণ্টীক কাগজ ও মলাট। মূল্য ১॥০ টাকা।

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান:—

্যাণ্ডার্ড বুক সোসাইটী

৬৯ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।